গাউসুল আযম ও গাউসিয়াত

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহ্.)

Click Here

www.sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

طَرْدُ الْأَفَاعِيْ عَنْ حَمِيِّ هَادِ رَفْعُ الرِّفَاعِيْ

গাউসুল আযম ও গাউসিয়াত

[হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর গাউসিয়াতে কুবরা বিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তক]

মূল
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(১২৭২/১৮৫৬ হি.-১৩৪০/১৯২১ খ্রি.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

ভূমিকা ১৬

হযরত আহমদ কবীর রিফাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মর্যাদা ১৭
হযরত গাউসুল আ'যমের প্রথমবার হজ্ব গমন ১৯
হযরত গাউসুল আ'যম হযরত রিফাঈর কাছে বায়আত হওয়ার কথা ভিত্তিহীন ২০
হযরত রিফাঈ' 'কুতুব' হওয়া প্রসঙ্গে ২০
কুতুব ও গাউসের ব্যাখ্যা ২২
ইমাম মাহদী প্রকাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হযরত আবদুল কাদির জিলানীই গাউসিয়াতে কুবরার মালিক ২৩
ইমাম শাতনূফী ও বাহজাতুল আসরারের গ্রহণযোগ্যতা ২৩

প্রথম অধ্যায় ৩২
এক. হযরত গাউসুল আ'যমের উক্তি : 'আমার কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের ওপর' ৩২
দুই. ৩৩
তিন. সমস্ত ওলী হুযূর গাউসুল আ'যম সমীপে স্বীয় গর্দ্দান ঝুঁকালেন ৩৩
চার ও পাঁচ. ৩৪
ছয়. ৩৫
সাত. ৩৭
আট. আল্লাহ্ তা'আলা হযরত গাউসুল আ'যমের মত কোন ওলী সৃষ্টি করেননি ৩৭
নয়. শায়খ আবদুল কাদির প্রসঙ্গে হযরত খিযিরের উক্তি ৩৮
দশ. হযরত গাউসুল আ'যম সর্ম্পকে হযরত রিফাঈর মূল্যায়ন ৩৯
এগার. হযরত গাউসুল আ'যম শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকতের ইমাম ৪০
আল্লাহর ওলীগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি আল্লাহর ঘোষণা ৪২

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৩
এক. হযরত গাউসুল আ'যম ও কুতুবিয়্যাতে কুবরা ৪৪
দুই. ৪৫
তিন. ৪৬
চার. হুযূর গাউসুল আ'যম এবং অপরাপর সৃষ্টির মধ্যে আসমান-যমীনের ব্যবধান বিদ্যমান ৪৬
পাঁচ. গাউসের সাথে বেয়াদবীর অশুভ পরিণতি ৪৭
ছয়. লাওহে মাহফূয হযরত গাউসুল আযমের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান ৪৯
সাত. ৫০
আট. ৫০
নয়. যুগের প্রখ্যাত ওলীগণের হযরত গাউসুল আ'যমের উক্তি মেনে নেওয়া ৫০
দশ. হযরত গাউসুল আ'যম সম্পর্কে ওলীগণের ভবিষ্যতবাণী ৫১
এগার. ৫২
ইবনে সাকার অশুভ পরিণতি ও তার কারণ ৫২

পরিশিষ্ট ৫৭
অভিযোগ ৫৭
উত্তর ৫৭

প্রমাণপঞ্জি ৬৪

قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ

'আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর।'

أَفَلَتْ شُمُوْسُ الْأَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَا

أَبَدًا عَلٰى أُفُقِ الْعُلٰى لَا تَغْرُبُ

অগ্রজদের সূর্যগুলো হয়েছে সব অস্তর্ধান
আমার সূর্য গগন-মাঝে থাকবে সদা অম্লান।

كَذَا ابْنُ الرِّفَاعِيْ كَانَ مِنِّيْ

فَيَسْلُكُ فِيْ طَرِيْقِيْ وَاشْتِغَالِيْ

এই ভবেতে মোর দলেতে ভুক্ত হলেন ইবনে রাফাই
মোর তরীকায় চলেন তিনি, নেন মেনে মোর কর্মধারাই।

– হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু

یا غوث معظم نور ہدی مختار نبی مختار خدا

سلطان دو عالم قطب علی خیراں ز جلالت ارض و سما

چوں پائے نبی شد تاج سرت تاج ہمہ عالم شد قدمت

اقطاب جہاں در پیش درت افتادہ چو پیش شاہ گدا

হে গাউস মহা, হে আলো যে দিশার, প্রিয় নবীজির তুমি, প্রিয় খোদার,
সুলতানে দু'আলম, কুতুব রাজন, প্রভাবে অবাক এই সৃষ্টি খোদার।
নবীর চরণপাক নিয়েছ মাথায়, তোমার চরণে মাথা ওলীরা নোয়ায়,
সকল কুতুব এসে এমনি দাঁড়ায়, ভৃত্য যেমন আসে সকাশে রাজার।

– হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাদিয়াল্লাহু আনহু

ভূমিকা

॥১॥

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হচ্ছে মানুষ। মানুষের সামগ্রিক ও সার্বিক জীবনের বিভিন্ন দিক বা শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, ইহলৌকিক, পরলৌকিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন দিক মিলিতভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষকে প্রস্ফুটিত করে তোলা এবং মানবজীবনের এসব দিক সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করার জন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে কালে-কালে প্রেরণ করেছেন অগণিত ও অসংখ্য নবী ও রাসূল আলাইহিমুস সালাম। নবী ও রাসূলকুল শিরোমণি, বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের মাধ্যমে নবুয়ত ও রিসালতের এ ধারার শুভ সমাপ্তি ঘটে। ফলে তিনি খাতামুন নাবীয়্যিন বা সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কোনো নবী আগমন করবেন না। তাই বলে মানবজীবনকে সুপথে পরিচালিত করার ওই চিরচরিত ধারা থেমে থাকবে? তা নয়, বরং নবুয়ত ও রিসালতের ছত্রছায়ায় এ ধারা বিভিন্নরূপে বিকশিত হয়ে মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে ,চলেছে। কারণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী সত্তা ছিলো যাবতীয় গুণাবলীর আধার যা সবদিক দিয়ে পূর্ণতার চরম শিখরে উন্নীত। সর্বোপরি তাঁর নূরানী সত্তা সমগ্র সৃষ্টির সূচনা ও উৎসস্থলও।

নবুয়্যাত ও রিসালতের দায়িত্ব সমাপ্তির পর মানবজীবনের পরিচালনার দায়িত্ব শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার সুবাদে যখন মুসলমানদের ওপর অর্পিত হয়, তখন তো উম্মতের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো যাবতীয় গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিত্ব নেই এবং হবেও না। এ কারণে এ গুরু দায়িত্ব পালনের জিম্মাদারি বিভিন্ন স্তর ও বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে, কারো দায়িত্বে ইসলামী আকাইদের সংরক্ষণ, কারো জিম্মায় ইসলামী শরীয়তের আহকাম ও আইনশাস্ত্রের খিদমত, কারো তত্ত্বাবধানে ইহসান ও ইহলাসের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং এর জ্যোতি বিতরণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সুতরাং আপন আপন কাজের গুরুত্বের বিবেচনায় প্রথম স্তরের লোকগণ মুতাকাল্লিমীন (متكلمين), দ্বিতীয় স্তর ফকীহ ও মুহাদ্দিসীন আর শেষোক্ত স্তর সূফীয়া বা আরিফীন নামে খ্যাতি লাভ করেন।

প্রথম দু'স্তরের শ্রেণীবিন্যাস যেভাবে আলোচিত, নিশ্চিতভাবে লিপিবদ্ধ ও চিহ্নিত হয়েছে, এই অনুপাতে শেষোক্ত সূফীয়ায়ে কিরাম ও আরিফগণের স্তরের বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রকাশিত নয়। আর তা প্রকাশিত হবার বিষয়ও নয়। কারণ, বিলায়ত (ولايت) হচ্ছে এক রহস্যাবৃত বিষয়। তাই হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوْلِيَائِيْ تَحْتَ قُبَابِيْ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِيْ.

'আমার ওলীগণ আমার কুদরতের চাদরে আচ্ছাদিত, তাদেরকে আমি ছাড়া কেউ চিনে না।'[১]

তারপরও পর্দাবৃত বিলায়তের স্তরসমূহ এবং রহস্যঘেরা তাসাউফের বিধানসমূহ যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তাও আল্লাহর ওইসব প্রিয় বান্দা আওলিয়া কেরাম ও হক্কানী ওলামা কেরামের মাধ্যমেই হয়েছে। যেমন মিশকাত শরীফের আবদালের বর্ণনা সংবলিত হাদীসের ব্যাখ্যায় এবং সূফিয়া কেরামের বিভিন্ন কাশফ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, বিশ্বমানবতার সমস্যাবলি নিয়ে পার্থিব প্রশাসনের মতো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে আওলিয়া কেরামেরও একটি বাতেনী প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বরং ওই বাতেনী প্রশাসনের ইঙ্গিত-ইশারায় পৃথিবীর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। ওই বাতেনী প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বান্দাদের দায়িত্ব এবং কার্যভেদে তাঁদের নাম ও লকব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সূফীয়া কিরাম ও ইমামগণের বর্ণনায় ওই বাতেনী প্রশাসনের সদস্য সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কারো মতে, ৩৫৬ জন, কারো মতে ৪৭০, আবার কারো মতে ৪২২ জন। মিশকাত শরীফে বর্ণিত হাদীসে আবদালের ব্যাখ্যায় ৩৫৬ জনের কথা উল্লেখ আছে। যেমন– খতীব বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা মতে,

১. নুকাবা	(النقباء)	৩০০ জন,
২. নুজাবা	(النجباء)	৭০ জন,
৩. আবদাল	(الأبدال)	৪০ জন,
৪. আখইয়ার	(الأخيار)	৭ জন,
৫. আমদ	(العمد)	৪ জন,
৬. ও গাউস	(الغوث)	১ জন।

[১] গাযযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم, ৪:৩৫৭

আউলিয়ায়ে কেরামের উপরোক্ত পদবি ও তাঁদের সংখ্যায় বিভিন্ন মতামত পাওয়া গেলেও গাউসের পদবি ও সংখ্যা নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। ফিকহ ও তাসাউফের সকল ইমামের মতে, এ পৃথিবীর বাতেনী কার্যপরিচালনার জন্য বিলায়তের যে অভ্যন্তরীণ কেবিনেট বা প্রশাসন রয়েছে, তার শীর্ষপদে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন তিনি হচ্ছেন কুতুব। সর্বকালে তিনি একজনই হয়ে থাকেন। তাসাউফের পরিভাষায় তাঁকে গাউস বা গাউসুল আযম বলা হয়। যেমন– বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,

وَقَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللهُ فِيْ رِسَالَتِهِ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى تَعْرِيْفِ أَلْفَاظِ الصُّوْفِيَّةِ اَلْقُطْبُ وَيُقَالُ لَهُ الْغَوْثُ هُوَ الْوَاحِدُ.

'হযরত শায়খ যাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর একটি কিতাব যা সূফীয়ায়ে কেরামের ব্যবহৃত শব্দসমূহের ব্যাখ্যায় লিখিত তাতে বলেন, কুতুব শব্দটি গাউস অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি শুধু একজনই হন।'[১]

তিনি আরও লিখেছেন,

فَهُمُ الْأَقْطَابُ فِي الْأَقْطَارِ يَأْخُذُوْنَ الْفَيْضَ مِنْ قُطْبِ الْأَقْطَابِ اَلْمُسَمَّى بِالْغَوْثِ الْأَعْظَمِ.

'তাঁরা (আওতাদগণ) পৃথিবীর চার প্রান্তের কুতুব, যাঁরা কুতুবুল আকতাব অর্থাৎ গাউসুল আযম থেকে ফয়েয গ্রহণ করে থাকেন।'[২]

তাসাউফের সূক্ষ্ম রহস্য ও ভেদ বর্ণনায় তরীকতপন্থিরা যাঁদের কথা অকাট্য দলীল হিসেবে মেনে নেয়, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শায়খে আকবর ইমাম মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী আন্দুলুসী দামিশকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন,

'প্রত্যেক যুগে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্কানুসারে এক ব্যক্তি থাকেন। তিনি যুগের আবদুল্লাহ (আল্লাহর নৈকট্যধন্য বিশেষ বান্দা) হন। তাঁকে কুতুবুল আকতাব ও গাউস বলা হয়।'[৩]

[১] মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, ১০/২৭৬
[২] মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, ১০/১৭৯
[৩] ইবনুল আরবী, ফুসূসুল হিকাম (উর্দু সংস্করণ থেকে অনূদিত), পৃ. ২৩২

খতীব বাগদাদী, ইমাম মোল্লা আলী কারী, ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, আল্লামা ইউসুফ নিবহানী, শায়খ আবদুর রহমান চিশতী, ইমাম মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ ফিকহ, হাদীস ও তাসাউফের ইমামগণের সর্বসম্মত মত হচ্ছে, ওলীর মধ্যে সর্বোচ্চ পদে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন তিনি হচ্ছেন কুতুবুল আকতাব বা গাউসুল আযম বা শুধু গাউস বা আবদুল্লাহ। এটা একই পদবির ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র। তিনি সর্বযুগে পুরো দুনিয়ার জন্য একজনই হয়ে থাকেন। প্রতিটি যুগে যিনি গাউস হন, তিনি শুধু একজনই হন না বরং তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ওলীও হয়ে থাকেন।'[১] তাই একই যুগে বা একই সাথে সারা পৃথিবীতে একাধিক গাউস বা গাউসুল আযম বা কুতুবুল আকতাব হওয়ার বিষয়টি ভিত্তিহীন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রতিটি যুগ (যা আরবীতে ফি কুল্লি যামানিন (فِي كل زمان) বা ফী কুল্লি আসারিন (فِي كـل عـصـر) শব্দ-সহকারে এসেছে) দ্বারা কতটুকু সময়কালকে নির্দেশ করা হয়েছে? কারণ যামানুন (زمـان) ও আসরুন (عـصـر) শব্দ দু'টি নির্দিষ্ট সময় বা বছরের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ দুটি শব্দ একটি মহাকালের অর্থকে ধারণ করে থাকে। তাই ওই কাল বা যুগ নির্ণয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় প্রতিটি যুগে এমন অসংখ্য ওলীগণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁদের ইলম, আমল, তাকওয়া-ইবাদত, রিয়াযত, হিদায়ত এবং কারামত ইত্যাদি এতো প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত যে, যা দ্বারা তাঁদের প্রত্যেককেই গাউসুল আযম বলাটা যুক্তিযুক্ত হবে। অথচ প্রতিটি যুগে পুরো দুনিয়ার জন্য একজন গাউসুল আযম হওয়ার ওপরই রয়েছে ইমাম ও সূফীগণের ঐক্যমত। তাই যুগ নির্ণয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আউলিয়া কিরামের এ বাতেনী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে অবগত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ স্তরে যাঁরা উন্নীত হন, তারাই কেবল এসব বিষয় বলতে পারেন। এ যাবৎ আউলিয়া

[১] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী; আল-ফুতুহাতুল মক্কীয়া (আরবী), ১১ খণ্ড ও ফুযূযুল হিকাম (উর্দু সংস্করণ), ইমাম মোল্লা আলী কারী; মিরকাতুল মাফাতীহ ১০ খণ্ড, ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী; আল-ফাতওয়া আল-হাদীসিয়া; ইমাম ইবনে আবেদীন শামী; রাসায়িলু ইবনে আবেদীন (ইজাবাতুল গাওস), আল্লামা ইউসুফ নিবহানী; জামিউ কারামাতি আউলিয়া, শায়খ আবদুর রহমান চিশতী; মিরআতুল আসরার (উর্দু সংস্করণ), ইমাম মুজাদ্দিদে আলফে সানী; মাকতুবাত শরীফ, শাহ আবুল হুসায়ন আহমদ নুরী; সিরাজুল আওয়ারিফ ফীল ওয়াসায়া ওয়াল মা'রিফ (শরীয়ত ও তরীকত) উর্দু সংস্করণ, পৃ. ১১৪-১১৬, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা; ফাতওয়ায়ে রেযভিয়া (কদীম), ১০ ও ১২ খণ্ড ও মলফূযাতে আ'লা হযরত ১ খণ্ড ইত্যাদি গ্রন্থ পর্যালোচনা করুন।

উন্নীতদের মাধ্যমেই জানা গেছে। তাই ওই স্তরে না পৌঁছে অতিভক্তির শিকার হয়ে আপন পীর-মুরশিদের বা অন্য কাউকে গাউস, কুতুব ও আবদাল ইত্যাদি নির্দিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করা তরীকতের দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু নীতিসিদ্ধ তা ভেবে দেখার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের আকাবির হযরাতের মর্যাদাকে আরও উন্নীত করুন আর তাঁদের উসিলায় আমাদের প্রতি রহম করুন। তাসাউফ ও তরীকতের এ রহস্যাবৃত বিষয়ও তাঁরা আমাদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন এবং 'প্রতিটি যুগ বা কালের' একটি বৃত্ত বা সময়কালের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে সকল সংশয়ের অবসান ঘটিয়েছেন এবং তাসাউফের পথ ও মতকে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

ইলমে তাসাউফ ও তরীকতের পরিভাষা এবং গূঢ় রহস্যের সঠিক ও নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদানে এবং নামধারী ভণ্ড সুফীদের স্বরূপ উন্মোচনে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অবদান তাসাউফপন্থিদের কারো অজানা নয়। তাসাউফের ব্যাখ্যায় তাঁর উক্তি ও সমর্থন তরীকতপন্থিদের কাছে অকাট্য দলীলস্বরূপ। গাউসুল আযম বা গাউসিয়াতে কুবরার যুগ নির্ণয়ে তিনি তাঁর মাকতুবাত শরীফে লিখেছেন:

> '(যে সকল পথ আল্লাহ পাকের পবিত্র জাত পর্যন্ত উপনীত করে তন্মধ্যে) দ্বিতীয় পথ যা বিলায়তের (নৈকট্যের) সাথে সম্বন্ধ রাখে। আকতাব, আবদাল, নুজাবা (এরা পদধারী ওলী-আল্লাহ বিশেষ) এবং সাধারণ আল্লাহর ওলীগণ এ পথে পৌঁছে থাকেন। সুলুকের পথ এ পথকেই বলা হয়। বরং প্রচলিত জজবা-আকর্ষণও এর অন্তর্ভুক্ত। এ পথে মধ্যস্থতা ও ব্যবধান বর্তমান থাকে। এ পথে যাঁরা সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদের অগ্রগামী ও দলপতি এবং ফয়েযের ভাণ্ডার হযরত আলী মুরতাযা রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ মহান আলীশান পদ তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত। এ মকামে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় পদ তাঁরই সিঁথি বা সীমান্তে র ওপর অর্থাৎ শিরে স্থাপিত। হযরত ফাতিমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহাও এ মকামে তাঁর সাথে শরীক আছেন। আমি ধারণা করি যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইহজগতে দেহ লাভের পর যেরূপ উক্ত মকামের অধিকারী হয়েছেন তদ্রূপ দেহপ্রাপ্তির পূর্বেও তিনি এটার অধিকারী ছিলেন। এ পথে যে কেউ ফয়েয বা হিদায়ত লাভ করেন তাঁর মধ্যস্থতা দ্বারাই লাভ করে থাকে। কেননা তিনি এ পথের শেষ বিন্দুর প্রান্তে আছেন এবং এ মকামের কেন্দ্র তাঁর সাথে সম্পৃক্ত।

যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমানা শেষ হল, তখন এ মহান পদ হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি পরপর ন্যস্ত হয়। তাঁদের পর এ মনসব বা পদ দ্বাদশ ইমামগণের প্রত্যেকের প্রতি পর্যায়ক্রমে ন্যস্ত হতে থাকে। তৎপরবর্তীকালে অর্থাৎ তাঁদের ইন্তিকালের পর যারা ফয়েয বা হিদায়তপ্রাপ্ত হত, তারা তাঁদের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হত। আকতাব, নুজাবা যে কেউ হোন না কেন তাঁদের মাধ্যমেই হতেন। তাদের সকলের আশ্রয়স্থল ও রক্ষক তাঁরাই ছিলেন। কেননা চতুষ্পার্শ্ব থেকে কেন্দ্রে না এসে উপায় নেই। অবশেষে যখন হযরত আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পালা বা পর্যায় আসলো তখন উক্ত পদ তাঁর ওপর ন্যস্ত হল। বর্ণিত ইমামগণ এবং শায়খ জিলানী ব্যতীত কেউ উক্ত কেন্দ্রে পরিলক্ষিত হচ্ছেনা, ফয়যপ্রাপ্তি তাঁরই পূত মাধ্যমে হয়ে থাকে। কেননা এ কেন্দ্র তিনি ছাড়া অন্য কেউ লাভ করেনি। এ কারণে তিনি বলেছেন,

অস্তমিত হল রবি, পূর্ব সবাকার
সম রবি উচ্চাকাশে র'বে অনির্বাণ।

পূর্ববর্তীগণের পবিত্র দেহের সাথে যে সকল ফয়য সম্বন্ধিত ছিল, তা হযরত শায়খ জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র দেহের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং তিনি পূর্ববর্তী ইমামগণের অনুরূপ হিদায়তপ্রাপ্তির মাধ্যম ছিলেন। আর যতদিন এ মধ্যস্থতা বর্তমান থাকবে, ততদিন তাঁর মাধ্যমেই থাকবে।'[১]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান তাঁর *মালফুযাত* ও *ফাতওয়া* গ্রন্থে হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরোক্ত অভিমতকে আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। যেমন তিনি লিখেছেন,

'প্রত্যেক যুগেই গাউস হয়। গাউস ব্যতীত যমীন-আসমান কায়েম থাকতে পারে না। ... প্রত্যেক গাউসের দু'জন উযির থাকেন। গাউসের উপাধি

[২] হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী; মাকতুবাত শরীফ (ফার্সী) ৩/২৫১, মাকতুবাত শরীফ (বাংলা) ৩ (৫ ভাগ)/৪৩৮-৪৩৯, ঢাকা, আফতাবিয়া খানকাহ শরীফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৭ হি. মাকতুবাত নং : ১২৩ উল্লেখ্য যে, হযরত সানাউল্লাহ পানিপথি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআনের আয়াত : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:১০১) এবং হাদীসে রাসূল : 'আমি তোমাদের মধ্যে দুটি ভারি জিনি রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না।'-এর ব্যাখ্যায় হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরোক্ত মতকে সমর্থন করেন। (তাফসীরে মাযহারী)

আবদুল্লাহ। ডান পাশের উযিরের উপাধি আবদুর রব আর বাম পাশের উযিরের উপাধি আবদুল মালিক। উল্লেখ্য যে, এ বিলায়ত সাম্রাজ্যে বাম পাশের উযির ডান পাশের উযির অপেক্ষা উত্তম হন। কিন্তু পার্থিব সাম্রাজ্যে হয় এর বিপরীত। কারণ এ সাম্রাজ্য হচ্ছে কলব (আত্মা) আর কলব থাকে দেহের বাম পাশে। (এখানে আরও উল্লেখ্য যে,) গাউসে আকবর এবং সব গাউসের গাউস হলেন হুযুর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত সিদ্দীকে আকবর হুযুরের বাম পাশের উযির ছিলেন আর ফারুকে আযম ছিলেন ডান পাশের উযির। তারপর উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম গাউসিয়াতের মর্যাদায় আসীন হন আমিরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর তাঁর দু'উযির হন আমিরুল মু'মিনীন হযরত ফারুকে আযম ও হযরত উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তারপর আমিরুল মু'মিনীন হযরত ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গাউসিয়াত দান করা হয়। হযরত উসমান ও মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁর দু'উযির ছিলেন। তারপর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গাউসিয়াত দান করা হয়। আর তাঁর দু'উযির হলেন হযরত মাওলা আলী ও হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তারপর গাউসিয়াত দান করা হয় হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। আর তাঁর দু'উযির হলেন সম্মানিত দু'ইমাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তারপর ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ক্রমান্বয়ে ইমাম হাসান আসকরী পর্যন্ত গাউসিয়াত দান করা হয়। এসব হযরত প্রত্যেকে স্বতন্ত্র গাউস ছিলেন। ইমাম হাসান আসকরীর পর হুযুর গাউসুল আযম (শায়খ আবদুল কাদির জিলানী) রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত যতজন (গাউস) হন প্রত্যেকে তাঁর (হযরত হাসান আসকরীর) নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের পর সায়্যিদুনা গাউসুল আযম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বতন্ত্র গাউস হন। তিনি একই সাথে গাউসিয়তে কুবরার মর্যাদায় আসীন হন। তিনি গাউসুল আযমও, সায়্যিদুল আফরাদ-শীর্ষস্থানীয় ওলীদের সরদারও। হুযুর গাউসে পাকের পর যতজন গাউস ও ওলী হয়েছেন আর বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে যত গাউস ও ওলী হবেন হযরত ইমাম মাহদীর শুভাগমন পর্যন্ত সবাই হুযুর গাউসুল আযম রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিনিধি হবেন। তারপর ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামকে গাউসিয়াতে কুবরা দান করা হবে।'[১]

[১] মুস্তাফা রেযা, আল-মালফুয (মালফুযাতে আ'লা হযরত), দিল্লি, আদবী দুনিয়া, মাকতাবায়ে কাদিরিয়া,

তিনি আরও লিখেছেন,

'গাউস তাঁর যুগের পুরো দুনিয়ার ওলীগণের সরদার হন। আর হুযুর গাউসুল আযম (আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম হাসান আসকরী রাদিয়াল্লাহু আনহু পর থেকে সায়্যিদুনা ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের শুভাগমন পর্যন্ত পুরো বিশ্বের (স্বতন্ত্র) গাউস, সকল গাউসের গাউস এবং আল্লাহর সকল ওলীর সরদার। আর তাঁদের সকলের গর্দানের ওপর তাঁর (শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির) পবিত্র কদম রয়েছে।'[১]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন,

'হ্যাঁ! সম্মানিত ওলীগণ, বিশেষত হযরত খিযির আলাইহিস সালাম ও আকাবির ইমামগণ থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত অভিমত হচ্ছে, যাঁদের ফযিলত নস দ্বারা প্রমাণিত[২] তাঁরা ব্যতীত ... হুযুর গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জাহেরী যুগ[৩] ...ও তাঁর পবূবর্তী[৪] এবং পরবর্তী যুগের[৫] ... সমস্ত ওলী, সূফী ও শায়খ থেকে উত্তম। আর হুযুর গাউসুল আযমের পর যত শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন এবং মাহদী পর্যন্ত যত ওলী হবেন, তিনি যেকোনো সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত হোন অথবা সিলসিলা থেকে পৃথক স্বতন্ত্র ওলী–গাউস, কুতুব, দু'ইমাম, চার আওতাদ, ৭ বুদলা, ৭০ আবদাল, নুকবা-নুজবা সর্বোপরি প্রত্যেক যুগের শীর্ষস্থানীয় ওলী-ইমামগণ সকলেই হুযুর গাউসুল আযম থেকে ফয়য প্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁর ফয়য দ্বারা নিজ নিজ বিলায়তে পূর্ণতা লাভ করে থাকেন।'[৬]

১/১০৪-১০৫

[১] ইমাম আহমদ রেযা, ফতওয়ায়ে রেযভীয়া (কদীম), ১২/১৫১, রেযা একাডেমী, মুম্বাই, ভারত

[২] যেমন– সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এবং কতেক শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত তাবিয়ীগণ যারা, وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ (আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ৯:১০০) আয়াতের সিদ্ধান্তে পড়েন। তাঁরা ওলী, সূফী, শায়খ ইত্যাদি উপাধি দ্বারা পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এবং এ শব্দগুলো বললে তাদের প্রতি কারো মনযোগ ধাবিত হয় না–যদিও তাঁরা স্বয়ং ওলীগণের সরদার।

[৩] যেমন– তাঁর যুগের ওই দশজন ওলী যাঁরা মৃত জীবিত করার ক্ষমতা রাখতেন।

[৪] যেমন– হযরত মারুফ কারখী, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী, সাইয়্যিদুত তায়িফা হযরত জুনাইদ বাগদাদী, হযরত আবু বকর শিবলী ও আবু সাঈদ হাররায প্রমুখ যদিও তাঁরা হুযুর গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শায়খ বা পীর হোন না কেন।

[৫] যেমন– হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায সুলতানুল হিন্দ, হযরত শায়খ শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ারদি, হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী এবং তাঁদের শায়খ ও খলীফাগণ প্রমুখ।

[৬] ইমাম আহমদ রেযা, ফতওয়ায়ে রেযভীয়া (কদীম), ১২/২২২, রেযা একাডেমী, মুম্বাই, ভারত

অতএব শরীয়ত ও তরীকতের ইমামগণের উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা গাউসুল আযম বা গাউসিয়াতে কুবরার ১৭টি যুগ বা বৃত্ত সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। আর ওই প্রতিটি যুগ বা বৃত্তে একমাত্র ওই ১৭ জন মহান ব্যক্তিগণই বিলায়তের সর্বোচ্চ গাউসুল আযম বা গাউসিয়াতে কুবরার মহা মর্যাদায় সমাসীন হন এবং হবেন। গাউসিয়াতে কুবরার পদে অধিষ্ঠিত ওই ১৭ জন মহান হযরত হচ্ছেন :

১. হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
২. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু
৩. হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু
৪. হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু
৫. হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু
৬. হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু
৭. হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু
৮. হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৯. হযরত ইমাম বাকির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১০. হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১১. হযরত ইমাম মুসা কাযিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১২. হযরত ইমাম আলী রিযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৩. হযরত ইমাম মুহাম্মদ নকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৪. হযরত ইমাম আলী নকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৫. হযরত ইমাম হাসান আসকরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৬. হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
১৭. হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হুযুর গাউসুল আযম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পরবর্তী প্রতিটি যুগে অসাধারণ কাশফ ও কারামতের অধিকারী আধ্যাত্মিক জগতের বহু উচ্চ পর্যায়ের অনেক ওলীকে কুতুবুল আকতাব বা গাউসুল আযম উপাধিতে সম্বোধিত হতে দেখা যায়। ওই সব ওলীকে যারা এ মহান উপাধিতে সম্বোধন করেছেন তাঁরাও সমকালীন শীর্ষস্থানীয় হক্কানী-রব্বানী ওলামা কেরাম। ফলে তাঁদের বিবেচনা ও সমর্থন আমাদের জন্য দলীল বিশেষ। অথচ আমরা শরীয়ত ও তরীকতের মহান ইমামগণের উক্তি দ্বারা ইতোপূর্বে প্রমাণ করেছি যে, প্রত্যেক যুগে পুরো দুনিয়ার জন্য গাউসিয়াতে কুবরার পদমর্যাদায় গাউস বা গাউসুল আযম একজনই হয়ে থাকেন।

আর এটাও প্রমাণিত বিষয় যে, হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের শুভাগমন পর্যন্ত গাউসিয়াতে কুবরার পদমার্যাদায় গাউস বা গাউসুল আযম হিসেবে

শায়খ আবদুল কাদির জিলানী অধিষ্ঠিত আছেন ও থাকবেন। সুতরাং হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের শুভাগমন পর্যন্ত সময়ের এ বৃত্তে অন্য কারো জন্য গাউসিয়াতে কুবরার অর্থে কাউকে গাউসুল আযম বলে সম্বোধন করা নিছক বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। আর কোনো শীর্ষস্থানীয় হক্কানী-রব্বানী ওলামা ও সুফিয়ায়ে কেরাম কোনো ওলীর জন্য গাউসুল আযম বা কুতুবুল আকতাব উপাধি ব্যবহার করে থাকলে তা হবে বিশেষ অর্থে বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর এ বিশেষ অর্থ বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে (إعتباري/إضافي) কাউকে কুতুবুল আকতাব বা গাউসুল আযম বলার নিয়মও তাসাউফের ইমামগণের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত বিষয়। যেমন– শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,

اَلْأَقْطَابُ وَهُمُ الْجَامِعُوْنَ لِلْأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ بِالْأَصَالَةِ أَوْ بِالنِّيَابَةِ كَمَا ذَكَرْنَا وَقَدْ يَتَوَسَّعُوْنَ فِيْ هٰذَا الْإِطْلَاقِ فَيُسَمُّوْنَ قُطْباً كُلَّ مَنْ دَارَ عَلَيْهِ مَقَامٌ مَا مِنَ الْمَقَامَاتِ وَانْفَرَدَ بِهِ فِيْ زَمَانِهِ عَلَى أَبْنَاءِ جِنْسِهِ وَقَدْ يُسَمَّى رَجُلُ الْبَلَدِ قُطْبُ ذٰلِكَ الْبَلَدِ شَيْخُ الْجَمَاعَةِ قُطْبُ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ وَلٰكِنَّ الْأَقْطَابَ الْمُصْطَلَحَ عَلَى أَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ هٰذَا الْإِسْمِ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ لَا يَكُوْنُ مِنْهُمْ فِي الزَّمَانِ إِلَّا وَاحِدٌ وَهُوَ الْغَوْثُ أَيْضاً وَهُوَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَهُوَ سَيِّدُ الْجَمَاعَةِ فِيْ زَمَانِهِ.

'কুতুবগণ এরা মৌলিকভাবে (إصالة–সরাসরি) অথবা (অন্যের) প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে (نيابة) সকল আধ্যাত্মিক হাল ও মকামের ধারক হয়ে থাকেন। সূফীগণ কখনো কুতুব শব্দের মধ্যে ব্যাপক অর্থের সমাবেশ ঘটান। আর এমন ব্যক্তিকে কুতুব বলে দেন, যার মধ্যে মকামসমূহের মধ্যে কোনো মকাম প্রকাশ পায়। অথবা তাঁর সমশ্রেণীর মধ্যে স্বীয় যুগে স্বতন্ত্র মর্যাদা (মকাম) অর্জন করেন। এসব অর্থের ভিত্তিতে কোনো শহরের (সর্বোচ্চ মকামের অধিকারী কামিল) ব্যক্তিকে ওই শহরের কুতুব বলা হয়ে থাকে। আর কোনো একই দলভুক্ত শায়খ বা মুরশিদের মধ্যে (সর্বোচ্চ হালধারী) ব্যক্তিকে ওই দলের কুতুব বলা হয়ে থাকে। (এটা হচ্ছে রূপক অর্থে) কিন্তু তরীকতের পরিভাষায় কুতুব উপাধিটি সম্বন্ধ (إضافة) ব্যতীত

শর্তহীনভাবে এমন একজন ওলীর বেলায় ব্যবহার হয়, যিনি তাঁর যুগের ওলীদের মধ্যে শুধু একজনই হন। তাঁকে গাউস বলা হয়। তিনি ওলীদের মধ্যে আল্লাহর অতি নৈকট্যধন্য এবং তাঁর যুগের সকল ওলীর সরদার হন।'[১]

এ প্রসঙ্গে মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

قطب را باعتبار اعوان وانصار او قطب الاقطاب نیز گویند۔

'কুতুবকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সাহায্যকারী ও সহযোগীদের বিবেচনায় কুতুবুল আকতাব (গাউসুল আযম) বলা হয়।'[২]

এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন,

'কুতুবিয়াত এটা গাউসিয়াত অর্থেও ব্যবহার হয়। (কারণ) আসহাবে খিদমতকে আকতাব বলা হয়। যারা প্রতিটি শহর এবং (ওলীগণের) প্রত্যেক দলের মধ্যে রয়েছেন। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক গাউস স্বীয় যুগে ওই সব কুতুবের সরদার হন। কারণ, তিনি তাঁর যুগের সকল ওলীর সরদার হয়ে থাকেন। সুতরাং এ অর্থের ভিত্তিতে প্রত্যেক কুতুব বা গাউস কুতুবুল আকতাব। বরং গাউসের নিম্ন পদাধিকারী ওসব আসহাবে খিদমতের তিনি সরদার। এ অর্থে তিনি কুতুবুল আকতাব। কিন্তু কুতুবুল আকতাব যখন গাউসুল আগওয়াস (غوث الأغواث)-এর অর্থে হবে, তখন তিনি সকল যুগের গাউসগণের গাউস হয়ে থাকেন। গাউসগণের গাউসিয়াত তাঁর বদান্যতায় লাভ করা যায়। আর অন্যান্য গাউস স্ব-স্ব যুগে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে গাউসিয়াতের কার্যাবলি পরিচালনা করেন।

এ গাউসিয়াতে কুবরা মহান মর্যাদা হযরত ইমাম হাসান আসকরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পর হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্যই নির্ধারিত।'[৩]

উপরোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে,

১. ইবনুল আরবী, আল-ফুতুহাত আল-মাক্কিয়্যা (আরবী), ১১/২৮৪, الهلس الأعلى للثقافة, কায়রো
২. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী, জামি কারামাতি আউলিয়া (উর্দু সংস্করণ), পৃ. ৬৯
৩ মুজাদ্দিদে আলফে সানী, মাকতুবাত শরীফ, মাকতুবাত : ২৫৬
৩ ইমাম আহমদ রেযা, ফতওয়ায়ে রেযভীয়া (অনূদিত), طرد الأفاعي عن حمى ماد رفع الرفاعي, ১২/২৩১-২৩২

১. প্রত্যেক যুগে পুরো দুনিয়ার জন্য একজন মাত্র গাউস বা কুতুব থাকবেন। তাকে কুতুবুল আকতাব বা গাউসুল আযম বলা হয়। এটা গাউসিয়ায়ে কুবরার পদমর্যাদা। এ পদ-মর্যাদায় অধিষ্ঠিতদের সংখ্যা মোট ১৭জন। ইমাম হাসান আসকরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর থেকে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের শুভ আবির্ভাব পর্যন্ত গাউসিয়াতে কুবরার পদমর্যাদায় হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অধিষ্ঠিত থাকবেন।

২. গাউসিয়াতে কুবরার নিম্নতম পদধারী ওলীগণ বিশেষ অর্থে বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে গাউস বা কুতুব হয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের ক্ষেত্রেও ইলমে শরীয়ত ও তরীকতের কোনো বিজ্ঞজন কর্তৃক গাউসুল আযম বা কুতুবুল আকতাব উপাধি ব্যবহার করা হলে তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। এটা গাউসিয়াতে সুগরার পদবি। এ সমস্ত গাউস বা কুতুব গাউসিয়াতে কুবরার অধীনেই বিলায়তের কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

৩. ইমাম হাসান আসকরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পর থেকে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের শুভাগমন পর্যন্ত সময়ের এ বৃত্তের মধ্যে হযরত গাউসুল আযম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গাউসিয়াতে কুবরা অস্বীকার করে কারো জন্য গাউসিয়াত ও কুতুবিয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্ব (نيابة)-কে অস্বীকার করে স্বতন্ত্রভাবে সরাসরি (اصالة) গাউসিয়তের দাবি করা হলে তা হবে শরীয়ত ও তরীকত সম্পর্কে নিছক অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। সর্বোপরি হুযুর গাউসুল আযম জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে চরম বেয়াদবিও। এ প্রকার বেয়াদবি ইবনে সাকার মতো অশুভ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহর পানাহ!

॥২॥

চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বরকতময় যুগেও রিফায়ী তরীকার মহান শায়খ হযরত আহমদ কবীর রিফায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকেও তার তরীকাভুক্ত কেউ কেউ হুযুর গাউসুল আযম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করার প্রয়াস পান।

উল্লেখ্য যে, হযরত আহমদ কবীর রিফায়ী (৫২২-৫৭৮ হি.) হযরত গাউসুল আযম (৪৭০-৫৬১ হি.)-এর জাহেরী যুগের বিশিষ্ট বুযুর্গ এবং রিফায়ী তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাওযা শরীফ যিয়ারতকালে প্রিয়নবী তাঁর প্রতি বিশেষ দয়াপরবশ হয়ে তার জন্য রাওযা মুবারক থেকে হাত মুবারক বের করে দিলে তিনি হাত মুবারক চুম্বন করার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেন। এ মহান কারামতের সূত্র ধরে তাঁর তরীকতভুক্ত কিছু লোক কতৃক তাঁকে হুযুর গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওপর প্রাধান্য দেয়া এবং তাঁর গাউসিয়াতে কুবরাকে অস্বীকার করা—তাসাউফ বা তরীকতের দৃষ্টিকোণে কত জঘণ্যতম অপরাধ, তাই এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রহস্যঘেরা তরীকতের এ সূক্ষ্ম জটিল বিষয়কে সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সাবলীল চমৎকার ভাষায় উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

আমাদের দেশেও বর্তমানে এক শ্রেণীর লোকেরা তরীকত চর্চার নামে গাউসুল আযম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গাউসিয়াতের পদ-মর্যাদাকে তাঁর জাহেরী যুগের সাথে সীমাবদ্ধ বলে অপপ্রচারে লিপ্ত। আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত আলোচ্য পুস্তকটি এ বিভ্রান্তি নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এ দৃঢ় আশায় এ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করতে সচেষ্ট হই।

আরববিশ্বে পুস্তকটির ব্যাপক চাহিদার কারণে মিসর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গবেষক ড. মুমতাজ আহমদ সাদীদী পুস্তকটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। মূল উর্দু পুস্তক থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবং উৎস নির্দেশনায় আরবী সংস্করণটি আমার বেশ সহায়ক হয়। বিশিষ্ট গবেষক অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভী আরবী সংস্করণটি আমাকে সরবরাহ করায় আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমিন।

পুস্তকটির কম্পোজ, মুদ্রণ, প্রুফ রিডিং ইত্যাদি কাজ যারা আমাকে নানা সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সকলের প্রতি শুকরিয়া আদায় এবং তাদেরকে মোবারকবাদ জানাই ।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অছিলায় আমাদের প্রয়াস কবুল করুন। আমীন,সুম্মা আমিন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আসহাবিহি আজমায়ীন।

৯ যিলহজ ১৪৩০ হি.
২৭ নভেম্বর ২০০৯ ইং

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُحْيِيِّ الْقَادِرِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ، الَّذِيْ سَقَي سَيِّدُنَا كَأْسَاتِ الْوِصَالِ، وَتَوَجَّ مَالِكَنَا الْكَمَالَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَي عَبْدِ الْقَادِرِ الْعَظِيْمِ النَّوَالِ، وَالْغَوْثِ الْغَيْثِ الْوَاهِبِ الْأَمَالِ، وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ خَيْرِ صَحْبٍ وَاٰلٍ، وَابْنِهِ الْجَلِيْلِ الْجَمَالِ، الْجَمِيْلِ الْجَلَالِ، الَّذِيْ جَعَلَ قَدَمَهُ بِالْأَمْرِ الْقَدِيْمِ عَلَي أَعْنَاقِ الرِّجَالِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ شَهَادَةً تَحْصُلُ الْأَمَالُ، وَتَصْلُحُ الْحَالُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ السَّادَاتِ وَمَوْلَي الْمَوَالِ، وَصَلَّي اللهُ تَعَالَي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ بِتَوَاتُرٍ وَتَوَالٍ، إِلَي أَبَدِ الْأَبَادِ مِنْ أَزَلِ الْأَزَالِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا مُجِيْبَ السُّوَالِ. آمِيْنَ.

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি জীবনদাতা, ক্ষমতাবান, মহান সুউচ্চ। যিনি আমাদের সরদার (শায়খ আবদুল কাদির জিলানী)-কে মিলন শুরা পান করিয়েছেন এবং আমাদের মালিককে কামালিয়াতের তাজ পরিয়েছেন। দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আমাদের প্রিয় নবীর ওপর, যিনি মুস্তফা, মহা ক্ষমতাবান এর(আল্লাহ) প্রিয় বান্দা, মহান, সাহায্যকারী, (রহমতের) বারি বর্ষণকারী, অনুগ্রহকারী, আশা পূরণকারী। তার পবিত্র বংশধর ও সাহাবীগণ, যারা সর্বোত্তম সাথী ও বংশধর, তাঁর সৌন্দর্যময়, মর্যাদাময় মনোরম সন্তানের ওপরও (দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক); যাঁর কদমকে মহান আল্লাহর নির্দেশে আওলিয়ায়ে কেরামের গর্দানের ওপর রেখেছেন।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। তা এমন সাক্ষ্য যা দ্বারা আশা পূরণ হয় এবং পরিণাম শুভ হয় এবং (আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (আল্লাহর) প্রিয় বান্দা ও রাসুল, যিনি সরদারগণের সরদার, মাওলাগণের মাওলা। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সূচনা থেকে সদাসর্বদা অবরিত অবিরাম সালাত-সালাম তাঁর ও তাঁদের প্রতি এবং তাঁদের সাথে আমাদের প্রতিও বর্ষণ করুন– হে প্রার্থনা কবুলকারী (মহান রব) আমিন![১]

[১] আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর প্রায় প্রতিটি কিতাবে আরবী ভাষায় অলঙ্কারসমৃদ্ধ খুতবা রচনা করে থাকেন। ওই খুতবায় হামদ ও দরুদ-সালামের বচনে ওই পুস্তকের

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰي رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ

হে রসূল আপনি বলুন! শ্রেষ্ঠত্ব (মর্যাদা) আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে চান তা দান করেন।[১]

এ পবিত্র আয়াতে মুসলমানদের প্রতি দু'টি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এক. আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র মাকবুল বান্দাদের সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে একজনকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম আর অন্যজনকে অধম না বলা। কারণ, 'শ্রেষ্ঠত্ব তো আল্লাহরই হাতে, তিনি যাকে চান দান করেন।'

দুই. যখন প্রামাণ্যসূত্রে একজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবে, তাতে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণে ব্যক্তিগত, বংশীয়, শীষ্যত্ব বা পীর-মুরিদী ইত্যাদি সম্পর্কের কারণে অন্যকে ওই ব্যক্তির ওপর কখনো স্থান না দেওয়া। কারণ, শ্রেষ্ঠত্বের তুলাদণ্ড আমাদের হাতে নেই; যদ্দরুন নিজ পিতৃপুরুষ, শিক্ষক ও পীরকে অন্যান্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়ে দিতে পারি। বরং যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠ করেছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, যদিও তাঁর সাথে আমাদের ব্যক্তিগত কোন প্রকারের সম্পর্ক না থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে অধম করেছেন, তিনিই অধম; যদিও তার সাথে আমাদের সবরকমের সম্পর্ক থাকুক না কেন। এটাই ইসলামের শিক্ষা। মুসলমানদেরকে এটার ওপর আমল করা উচিৎ।

আমাদের আকাবিরগণ স্বয়ং আল্লাহর সন্তুষ্টিতে 'ফানা' (বিলীন) ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মর্যাদা দান করেছেন, তাঁকে

বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ পুস্তকে এ প্রকার কোনো খুতবা না থাকায় এ কিতাবের বিষয়ের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ তাঁর রচিত আস-সামসামাতুল কামরিয়া স্বীয় যাখি আনিস খামারিয়া পুস্তক থেকে খুতবাটি সংকলন করা হয়।

[১] আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৭৩

শ্রেষ্ঠ না বলে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে ওই ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বললে কি তাঁরা কখনো সন্তুষ্ট হবেন? আল্লাহর শপথ, কখনো না। তাঁরা সর্বপ্রথম এ-তে অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হবেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দানের বিরোধিতা করা এবং স্বীয় আকাবিরকে অসন্তুষ্ট করাতে কি কল্যাণ নিহিত আছে?

হযরত আহমদ কবীর রিফাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মর্যাদা

হযরত আযীমুম বরকত সায়্যিদুনা সায়্যিদ আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম এবং প্রিয়পাত্রদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসুফ শাতনূফী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় গ্রন্থ *বাহ্জাতুল আস্রারে* লিখেছেন,

اَلشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الرِّفَاعِيْ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُ مِنْ أَعْيَانِ مَشَائِخِ الْعِرَاقِ وَأَجِلَّاءِ الْعَارِفِيْنَ وَعُظَمَاءِ الْمُحَقِّقِيْنَ وَصِدَارِ الْمُقَرَّبِيْنَ صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ الْعَلِيَّةِ وَالْجَلَالَةِ الْعَظِيْمَةِ وَالْكَرَامَاتِ الْجَلِيْلَةِ وَالْأَحْوَالِ السَّنِيَّةِ وَالْأَفْعَالِ الْخَارِقَةِ وَالْأَنْفَاسِ الصَّادِقَةِ صَاحِبِ الْفَتْحِ الْمُوْنِقِ وَالْكَشْفِ الْمُشْرِقِ وَالْقَلْبِ الْأَنْوَارِ وَالسِّرِّ الْأَظْهَرِ وَالْقَدْرِ الْأَكْبَرِ.

'হযরত সায়্যিদ আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইরাকের মহান শায়খগণের সরদার, আরিফগণের নেতৃস্থানীয়, মুহাক্কিগণের মধ্যমণি ও আল্লাহর নৈকট্যধন্য সরদারদের অর্ন্তভুক্ত। যাঁর আধ্যাত্মিক মকাম সুউচ্চ, মহত্ব মহান, কারামতসমূহ সুবিদিত, হালসমূহ সমুজ্জ্বল, কর্মসমূহ অস্বাভাবিক, শ্বাস-প্রশ্বাসসমূহ সত্য ও বিজয়ী, কাশ্ফ আলোকিতকারী, অত্যন্ত নূরানী অন্তর, উজ্জ্বলতর রহস্য এবং উত্তম মর্যাদার অধিকারী।'[১]

উক্ত লেখক দু'পৃষ্ঠাব্যাপী এ মহান ব্যক্তিত্বের অনেক মর্যাদা, মহত্ব এবং প্রকাশ্য কারামত বর্ণনা করেছেন। তিনি হুযূর সায়্যিদুল আত্হার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা-এর পবিত্র রওযায় উপস্থিত হওয়া এবং এ কবিতাসমূহ আরয করা

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ২৩৫, মকতবাতু আলবাবী, মিসর

فِيْ حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِيْ كُنْتُ أُرْسِلُهَا تُقَبِّلَ الْأَرْضَ عَنِّيْ وَهِيَ نَائِبَتِيْ

وَهٰذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرْتُ فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَيْ تَحْظَى بِهَا شَفَتِيْ

এবং এতে সন্তুষ্ট হয়ে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বরকতময় হাত রওযা-ই আনওয়ার থেকে বের করা আর হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ তা চুম্বনের সৌভাগ্য অর্জন করার ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যসূত্রে প্রমাণিত।[১]

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি *তানভীরুল হালাক্ বি রু'য়াতিন্নবীয়্যি ওয়াল মালাক* গ্রন্থেও উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন,

لَمَّا وَقَفَ سَيِّدُ أَحْمَدُ الرِّفَاعِيْ تِجَاهِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيْفَةِ قَالَ : فِيْ حَالَةِ الْبُعْدِ رُوحِيْ كُنْتُ أُرْسِلُهَا، تُقَبِّلَ الْأَرْضَ عَنِّيْ وَهِيَ نَائِبَتِيْ، وَهٰذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرْتُ، فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَيْ تَحْظَى بِهَا شَفَتِيْ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ الْيَدُ الشَّرِيْفَةُ فَقَبَّلَهَا.

যখন সায়্যিদ আহ্মদ কবীর রিফা'ঈ রওযা শরীফের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এ কবিতা পঙক্তি আবৃতি করলেন, ফী হালাতিল বু'দি রুহী কুন্তু উ'রসিলুহা তখন রওযা শরীফ থেকে হুযূরের বরকতময় হাত বের হলো, তিনি তা চুম্বন করলেন।'[২]

অনুরূপভাবে এ মহান কারামত হুযূর পুরনুর সায়্যিদুনা গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বেলায়ও প্রামাণ্যসূত্রে উল্লেখ আছে। *'তাফরীহুল খাতির ফী মানাকিব-ই আশ্-শায়খ আবদিল কাদির'* গ্রন্থে রয়েছে,

ذَكَرُوْا أَنَّ الْغَوْثَ الْأَعْظَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جَاءَ مَرَّةً إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَقَرَأَ بِقُرْبِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيْفَةِ هٰذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ (فَذَكَرَهُمَا كَمَا مَرَّ

[১] (কবিতার চরণগুলোর অর্থ হচ্ছে,) হে প্রিয় রাসূল! দূরে অবস্থানকালে তো স্বীয় রূহকে রাওযা শরীফে পাঠিয়ে দিতাম, যেন আমার পক্ষ হয়ে আপনার কদমবুসি করে যাই। এখন তো আমি সশরীরে আপনার মহান দরবারে উপস্থিত হয়েছি, সুতরাং (দয়া করে) আপনার বরকতময় হাত বাড়িয়ে দিন, যেন আমার ওষ্ঠ তা চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করে।

[২] সুয়ূতী, تنوير الحلك في امكان رؤية النبي والملك, পৃ. ৪৮ (সুয়ূতী, আল-হায়ী লিল-ফাতাওয়া, ২/২৪৮)

وَقَالَ :) فَظَهَرَتْ يَدُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَافَحَهَا وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

'বর্ণনাকারীগণ বলেন, একদা হুযূর সায়্যিদুনা গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রওযা শরীফে উপস্থিত হয়ে এই দু'টি কবিতা আবৃত্তি করলেন (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বরকতময় হাত প্রকাশ পেলো, হুযূর গাউসুল আ'যম মুসাফাহা করলেন, চুম্বন করলেন এবং স্বীয় মাথার উপরে রাখলেন।'[১]

হযরত গাউসুল আ'যমের প্রথমবার হজ্ব গমন

হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ এবং হযরত গাউসুল আ'যম উভয়ের ক্ষেত্রে এ প্রকার কারামত প্রকাশ পাওয়াতে কোন প্রকারের বাধা-বিপত্তি নেই। একই ধরনের অলৌকিক ঘটনা একাধিক ওলী থেকে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৫০৯ হিজরীতে প্রথমবার হজ্ব পালন করেন, তখন তাঁর বরকতময় বয়স ছিলো ৩৮ বছর। হযরত 'আদী ইবনে মুসাফির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। আর ওই সময় হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (ইরাকের) উম্মে উবায়দা পল্লীতে বসবাস করতেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো ১১ বছর।[২] খুবসম্ভব, হুযূর গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রথমবার ওই কবিতাগুলো হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রওযায় আরয করেছিলেন এবং হুযূরের বরকতময় হাত প্রকাশ পেলে চুম্বন ও মুসাফাহার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। আর যখন হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুবক হন এবং হজ্বে

[১] আরবুলী, তাফরীহুল খাতির, পৃ. ৫৬-৫৭

[২] ইবনে খাল্লিকানের মতে, ওই সময় তাঁর জন্মও হয়নি, আর যদি হয়েও থাকে তবে ওই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল সর্বোচ্চ কয়েক মাস মাত্র। যেমন– তিনি লিখেছেন–

احمد بن ابي الحسن المعروف بابن الرفاعي توفي يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادي الاولي سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بام عبيدة وهو في عشر السبعين رحمة الله تعالي.

আহমদ ইবনে আবুল হাসান, যিনি ইবনে রিফাঈ নামে প্রসিদ্ধ তিনি ৫৭৮ হিজরীর ২২ জুমাদাল উলা বৃহস্পতিবার উম্মে উবায়দায় ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

কিন্তু *বাহজাতুল আসরারের* ভাষ্য মতে ৫০৯ হিজরীতে তাঁর বয়স ৭/৮ বছরই হবে। আর বেশি হলে ১০ বছরই। আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত। (মূল লেখকের হাশিয়া) (ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান, ১/১৭২, দারুস সিকাদা, বৈরুত, লেবানন)

গমন করেন, তখন হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অনুসরণে তিনিও এই কবিতাগুলো আরয করলেন এবং হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওই মহান দয়ার সৌভাগ্য অর্জনে ধন্য হন।

হযরত গাউসুল আ'যম হযরত রিফাঈর কাছে বায়আত হওয়ার কথা ভিত্তিহীন

সুতরাং এ কারণে ওই সময় কুতুবুল আরেফীন গাউসুল আলামীন হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে (আল্লাহর পানাহ!) বায়আত করেছেন মর্মে উক্তি করা নিরেট মিথ্যা ও অপবাদ বৈ কিছু নয়।

আল্লাহ তা'আলা মিথ্যার প্রতি শত্রুতা রাখেন। আর এটা এমন এক মিথ্যা যার কারণে আকাশ-পৃথিবী ধসে যাবে। 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, দলীল-প্রমাণ পেশ কর।'[১] যখন তারা ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্য আনতে পারেনি, তারপরও এমন (উদ্ভট) দাবী করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যুক।[২] যে মিথ্যা অপবাদ দিলো সে ধ্বংসে নিপতিত হলো।

হযরত রিফাঈ' 'কুতুব' হওয়া প্রসঙ্গে

হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'কুতুব' হওয়াকে অস্বীকার করার কারো কোন সুযোগ নেই। হুযূর সায়্যিদুনা গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইন্তেকালের পর হযরত সায়্যিদ আলী ইবনে হায়তী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'কুতুব' হন। আর হুযূর গাউসুল আ'যমের বদ্যানতায় হযরত খলীল সরসরী ইন্তেকালের সাত দিন পূর্বে 'কুতুব'-এর মর্যাদায় ভূষিত হন। হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ইন্তেকালের তিন বছর পর ৫৬৪ হিজরীতে হযরত আলী ইবনে হায়তী ইন্তেকাল করেন। তারপর হযরত রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'কুতুব' হন এবং ৫৭৮ হিজরীতে তিনি ওফাত বরণ করেন। *বাহজাতুল আসরারে* আলী ইবনে হায়তীর 'কুতুব' হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে,

اَلشَّيْخُ عَلِي بْنُ الْـهَيْتِيْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَحَدُ مَنْ تَذَكَّرَ عَنْهُ الْقُطْبِيَّةُ،

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১১১
[২] আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:১৩

سَكَنَ بِأُمِّ عُبَيْدَةَ بَلْدَةٍ مِنْ أَعْمَالِ نَهْرِ الْـمَلِكِ إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعَ وَسِتِّيْنَ وَخَمْسِمِائَةَ.

'শায়খ আলী ইবনে হায়তী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদের মধ্যে একজন 'কুতুব'। তিনি উম্মে উবায়দায় বসবাস করতেন। ৫৬৪ হিজরীতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।'[১]

উক্ত গ্রন্থে হযরত রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর 'কুতুব' হওয়া সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত আছে যে,

اَلشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْـحَسَنِ الرِّفَاعِيْ أَحَدُ مَنْ تَذَكَّرَ عَنْهُ الْقُطْبِيَّةُ، سَكَنَ بِأُمِّ عُبَيْدَةَ قَرْيَةً بِأَرْضِ الْبَطَائِحِ إِلَى أَنْ مَاتَ بِهَا فِيْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ وَخَمْسِمِائَةَ وَقَدْ نَاهَضَ الثَّمَانِيْنَ.

'শায়খ আহমদ ইবনে আবুল হুসায়ন রিফা'ঈও একজন 'কুতুব'। তিনি উম্মে উবায়দা গ্রামে বসবাস করতেন। ৫৭৮ হিজরীতে ৮০ বছর বয়সে তথায় ইন্তেকাল করেন।'[২]

উপরিউক্ত গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত তাজুল আরেফীন আবুল ওয়াফার বিশিষ্ট মুরিদ হযরত শায়খ জাগীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হুযূর গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মহান মর্যাদা বর্ণনা করার পর বলেন,

مِنْهُ انْتَقَلَتِ الْقُطْبِيَّةُ إِلَى سَيِّدِيْ عَلِيِّ الْـهَيْتِيْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

'হযরত শায়খ আবদুল কাদির থেকে আলী ইবনে হায়তী কুতুবিয়াতের মর্যাদা লাভ করেন।'[৩]

উক্ত গ্রন্থে শায়খ খলীল ইবনে সরসরী সম্পর্কে ইমাম শাতনূফী বলেন, একদা আরিফ বিল্লাহ আবূল খায়র মুহাম্মদ ইবনে মাহফূযসহ দশজন লোক- তন্মধ্যে তালিবে আখিরাত (পরকালীণ কল্যাণ অন্বেষণকারী) ও তিনজন আহলে দুনিয়া গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হুযূর গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করলেন,

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ৩৩৫, মকতবাতু আলবাবী, মিসর
[২] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ৩৩৭, মকতবাতু আলবাবী, মিসর
[৩] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ১৬৯, মকতবাতু আলবাবী, মিসর

لِيَطْلُبْ كُلٌّ مِنكُمْ حَاجَةً لَأُعْطِيَهَالَهُ (فَذَكَرَ حَوَائِجَهُمْ مِنْهَا) قَالَ الشَّيْخُ خَلِيْلُ بْنُ الصَّرْصَرِيُّ أُرِيْدُ أَنْ لَا أَمُوْتَ حَتَّي أَنَالَ مَقَامَ الْقُطْبِيَّةِ قَالَ : فَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْهُ : كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ كَانَ مَحْظُوْرًا قَالَ : فَوَاللهِ لَقَدْ نَالُوْا كُلُّهُمْ مَاطَلَبُوْا.

'তোমরা প্রত্যেকে স্ব-স্ব মনোবাসনা ও প্রয়োজন পেশ কর, আমি তা পূরণ করব। সকলে নিজ নিজ দ্বীনি ও পার্থিব প্রয়োজন আরয করল, তাঁদের মধ্যে শায়খ খলীল সরসরীর বাসনা ছিল যেন তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় কুতুবিয়্যাতের মর্যাদা লাভ করেন। হুযূর গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করলেন, আমি তাঁদের সকলের সাহায্যকারী তোমার রবের বদান্যতায় আর তোমার রবের বদান্যতায় কোন বাধা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ, যে যেটা চেয়েছিল সে সেটা পেয়েছিল।'[১]

ওই গ্রন্থে হযরত আবু 'আমর উসমান ইবনে ইউসূফ, হযরত আলী ইবনে সুলায়মান খাব্বায ও হযরত আবুল গায়স জামীল ইয়ামানী প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, হযরত খলীল সরসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ইন্তেকালের ৭ দিন পূর্বে স্বীয় যুগের 'কুতুব' করা হয়।[২]

কুতুব ও গাউসের ব্যাখ্যা

এ 'কুতুবিয়্যাত' মানে 'গাউসিয়্যাত' (গাউসে যমান বা স্বীয় যুগের গাউস) আর 'আকতাব', আহসাব-ই খিদমতকেও বলা হয়, যাঁরা প্রতিটি শহর ও প্রত্যেক দলের মধ্যে রয়েছেন। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক গাউস স্ব-স্ব যুগে ওই সব কুতুবের প্রধান কর্তা হন। কারণ, তিনি স্বীয় যুগের সকল ওলীর সরদার হয়ে থাকেন। সুতরাং এই অর্থের ভিত্তিতে প্রত্যেক 'কুতুব' বা 'গাউস', কুতুবুল আকতাব। বরং গাউসের নিম্ন পদাধিকারী যারা আছেন, (যেমন- আসহাবে খিদমত বা কুতুবগণ) তিনি (গাউস) তাঁদের সকলের প্রধান হয়ে থাকেন। এ অর্থেই তিনি 'কুতুবুল আকতাব'।

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ৩০ ও ৩১, মকতবাতুল আলবাবী, মিসর
[২] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ৩০ ও ৩১, মকতবাতুল আলবাবী, মিসর

কিন্তু 'কুতুবুল আকতাব' যখন 'গাউসুল আগ্ওয়াস' (غوث الأغـواث)-এর অর্থে হবে, তখন তিনি সকল যুগের সমস্ত গাউসের গাউস হন। গাউসগণের গাউসিয়্যাত তাঁর বদান্যতায় পাওয়া যায়। আর অন্যান্য গাউস (কুতুব) স্ব-স্ব যুগে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে গাউসিয়াতের কার্যাবলী পরিচালনা করেন।

ইমাম মাহদী প্রকাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হযরত আবদুল কাদির জিলানীই গাউসিয়াতে কুবরার মালিক

এ গাউসুল আগওয়াস (গাউসুল আযম)-এর মহান মর্যাদা সায়্যিদুনা ইমাম হাসান আসকারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পর হুযূর পুরনূর মুহিউশ্শরীয়ত ওয়াত তরীকত ওয়াল হাকীকত ওয়াদ্ দ্বীন আবূ মুহাম্মদ ওলীউল আউলিয়া ইমামুল আফরাদ গাউসুল আগওয়াস গাউসুস সাকলাইন গাউসুল কুল, গাউসুল আ'যম সাইয়্যিদ শায়খ আবদুল কাদির হাসানী-হুসাইনী-জীলানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লাভ করেন এবং সায়্যিদুনা ইমাম মাহদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত এ মহান মর্যাদা গাউসুল আ'যম হযরত আবদুল কাদের জীলানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জন্যই নির্ধারিত।

সুতরাং হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং তাঁর মতো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কুতুবগণকে হুযূর গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া বিকৃত মস্তিষ্কের এবং স্বীয় দ্বীনে ত্রুটি থাকার পরিচায়ক। এ প্রকার অশুভ পরিণতি থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।

আমাদের উপরোক্ত অভিমতকে নির্ভরযোগ্য মারফূ সনদে ইমাম আবুল হাসান আলী শাতনূফী'*বাহজাতুল আসরার ওয়া মা'দানুল আনওয়ার* থেকে বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

ইমাম শাতনূফী ও বাহজাতুল আসরারের গ্রহণযোগ্যতা

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এ কথা স্পষ্ট করতে চাই যে, শুধুমাত্র দু'টি স্তর পরম্পরায় এ মহান ইমাম হুযূর গাউসুল আ'যম থেকে ফয়য লাভ করেন। যেমন-

১. শায়খ শাতনূফী শিক্ষার্জন করেন মহা সম্মানিত মুহাদ্দিস আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইমাম হাফিয তকীউদ্দীন আল-আনমাতী থেকে, তিনি প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা মাওফিক উদ্দীন ইবনে কুদামা মুকদিসী থেকে, তিনি কুতুবুল আকতাব হযরত গাউসুস সাকালাইন গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে।

২. শায়খ শাতনূফী শিক্ষার্জন করেন কাযীউল কুযাত ইমাম ইবরাহীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ মুকাদ্দিসী থেকে, তিনি নকিবুস সা'দাত ইমাম আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনে মানসূর থেকে, তিনি সায়্যিদুস সা'দাত গাউসুল আ'যম থেকে।

৩. শায়খ শাতনূফী শিক্ষার্জন করেন শায়খ জুনায়দ আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী আল-লাখমী থেকে, তিনি আবূল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী দামিশকী থেকে, তিনি হযরত গাউসুল আ'যম থেকে।

৪. শায়খ শাতনূফী শিক্ষার্জন করেন- ইমাম সফীউদ্দীন খলীল ইবনে আবু বকর আল মুরাঈ' ও ইমাম আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ কারশী থেকে, তাঁরা উভয়ে শিক্ষার্জন করেন মহান ইমাম আবূ নসর মূসা থেকে, তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত গাউসুল আ'যম জিলানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে।

এ সব সনদ ছাড়াও আরো অনেক সনদ-সূত্রে হযরত গাউসুল আ'যম-এর সাথে ইমাম শাতনূফীর মাত্র দু'স্তর পরম্পরায় শিক্ষাসনদ রয়েছে। তিনি ৭১৩ হিজরীতে ওফাত বরণ করেন। যুগের বড় বড় ইমাম-মুজতাহিদগণ তাঁকে যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মধ্যে রিজালশাস্ত্রের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম শায়খ শামসুদ্দীন যাহ্ভী অন্যতম। বিশেষ করে ইমাম শাতনূফী সম্পর্কে ইমাম যাহভীর অভিমত বিবিধ কারণে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। যথা–

এক. রিজালশাস্ত্রে তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ কঠোরতা।

দুই. সূফীয়ায়ে কিরাম এবং তাঁদের উলুমে ইলাহিয়্যাহ্ (ইলমে তাসাউফ)-এর প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনাস্থা, এমন কি প্রায় পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন।

তিন. (আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামা'আত) আশ'আরীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক সবার জানা কথা। (তিনি তাঁদের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন ছিলেন) স্বয়ং তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম তাজউদ্দীন সুব্কী ইবনে ইমাম বরকাতুল আ'নাম তকীয়ুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন আলী ইবনে আবদুল কাফী (কুদ্দিসা সিররুহু) মন্তব্য করেছেন যে شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ إِذَا مَرَّ بِأَشْعَرِيٍّ لَايُبْقِيْ وَلَا يَذَرُ. 'আমাদের শিক্ষাগুরু যাহাভী যখন কোন আশ'আরীদের পাশ দিয়ে গমন করতেন তখন না কোন কিছু ছাড়তেন এবং না কোন কিছু রেখে দিতেন।' [অর্থাৎ তিনি তাঁদের সমালোচনায় সবকিছু বর্ণনা করতেন] অথচ *বাহজাতুল আস্রারের* সম্মানিত লেখক ছিলেন একজন আশ'আরী। (তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।)

চার. সমসাময়িকতা পারস্পরিক অহংকার ও গর্ব করার দলিল (المعاصرة دليل المفاخرة)।

অথচ ইমাম যাহভী ও ইমাম আলী শাত্নূফী একই যুগের লোক ছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও ইমাম শাতনূফীর কোন এক মজলিসে ইমাম যাহভী যোগদান করেছিলেন, এবং (ইমাম শাতনূফীর জ্ঞান-গরিমা ও তাক্ওয়া দেখে) তাঁর প্রশংসাও করেন। তাঁর *তাব্কাতুল মুকরিঈ'ন* গ্রন্থে তাঁকে যুগের অদ্বিতীয় ইমাম (الإمام الأوحد) বিশেষণে ভূষিত করেন। ইমাম যাহভীর এ দু'শব্দের উপাধি সকল প্রশংসাকারীর প্রশংসা, তাঁর নির্ভরযোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে সামিল করে। যেমন তিনি বলেছেন,

عَلِيُّ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ جَرِيْرِ اللَّخْمِيُّ الشَّطْنُوْفِيُّ الْإِمَامُ الْأَوْحَدُ الْمُقْرِئُ نُوْرُ الدِّيْنِ شَيْخُ الْقُرَّاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ أَبُوالْحَسَنِ أَصْلُهُ مِنَ الشَّامِ وَمَوْلِدُهُ بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَسِتَّمِائَةٍ وَتَصَدَّرَ لِلْإِقْرَاءِ وَالتَّدْرِيْسِ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ وَقَدْ حَضَرْتُ مَجْلِسَ إِقْرَائِهِ وَاسْتَانَسْتُ بِسَمْتِهِ وَسُكُوْتِهِ.

'আলী ইবনে ইউসূফ ইবনে জারীর লাখমী শাতনূফী ছিলেন (যুগের) অদ্বিতীয় ইমাম, কুরআন শরীফের শিক্ষাদাতা, দ্বীনের নূর, সমগ্র মিশরের শায়খুল কুরা (কারীগণের উস্তাদ)। তাঁর উপনাম আবূল হসান। তাঁর মূল পৈত্রিক নিবাস সিরিয়ায়। ৬৪৪ হিজরীতে তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। জা'মে আযহারে অধ্যাপনা করেন। আমি তাঁর শিক্ষা মজলিসে অশংগ্রহণ করি। তাঁর মৌনতা ও ব্যবহার গুণে আমি মুগ্ধ হয়েছি।'[১]

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আস'আদ ইয়াফী (কুদ্দিসা সিররুহু হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

'হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কারামতসমূহ অগণিত। তন্মধ্যে কিছু কারামত আমি স্বীয় গ্রন্থ *নাশরুল মাহাসীনে* উল্লেখ করেছি। আর আমি যতো যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণের সাক্ষাৎ পেয়েছি তাঁরা সকলে (একবাক্যে) আমাকে বলেছেন, হযরত গাউসূল আ'যমের কারামত মুতাওয়াতির বা তাওয়াতুর[২] পর্যায়ে উন্নীত। এ কথায় সবাই ঐক্যমত

[১] যাহাবী, তাবকাতুল মুকরিয়ীন

[২] ইলমে হাদীসের পরিভাষায় তাওয়াতুর ওই হাদীস বা বর্ণনাকে বলা হয় যার সনদের প্রত্যেক স্তরই (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) বর্ণনাকারীদের সংখ্য এত অধিক যে তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা

পোষণ করেছেন যে, তাঁর থেকে যতো কারামত প্রকাশ পেয়েছে ততোধিক কারামত পৃথিবীর অন্য কোন ওলী থেকে প্রকাশ পায়নি। ওই সব কারামত থেকে একটি মাত্র কারামত আমার এ কিতাবে বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি, যে কারামত শায়খ, ইমাম, ফকীহ্, কারী আবূল হাসান আলী ইবনে ইউসূফ ইবনে জারীর ইবনে মি'দাদ শাফি'ঈ লাখমী '*মানাকিব-ই আশ্-শায়খ আবদিল কাদির (বাহ্জাতুল আসরার)* গ্রন্থে পাঁচটি সনদে যুগ প্রসিদ্ধ মহান ওলী, হিদায়তের নিশানা ও আরিফ বিল্লাহ বা আল্লাহর পরিচিতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের একটি দল থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা হচ্ছেন, হযরত উমর কিমৃয়ানী, হযরত উমর বায্যার, হযরত আবূস সা'উদ মুদাল্লাল, হযরত আবুল আব্বাস আহমদ সরসরী, হযরত তাজুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন আবূ বকর আবদুর রায্যাক ও ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবুল মা'আলী ইবনে কা'য়িদ আওয়ানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমা'ঈন। (তাঁরা বলেন,) 'এক মহিলা নিজ ছেলেকে নিয়ে হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দরবারে এসে হুযূরকে বললেন, আমার ছেলে আপনার প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, তাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আপনার খিদমতের জন্য তাকে আমার অধিকার থেকে মুক্ত করলাম। হুযূর তাকে কবুল করলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধণায় নিয়োজিত করলেন। কিছুদিন পর এই মহিলা এসে দেখলো, উপবাস ও রাতজাগরণের ফলে তার চেহারা হলুদবর্ণ ধারণ করেছে এবং তাকে যবের রুটি খেতে দেখলো। অতঃপর হুযুর গাউসুল আযমের হুজরায় গিয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে এক পাত্রে মুরগীর মাংস পরিবেশন করা হয়েছে, যা হুযূর খাচ্ছিলেন। আরয করলেন, হুযূর! আপনি মুরগীর ভুনা মাংস খাচ্ছেন অথচ আমার ছেলে খাচ্ছে যবের শুষ্ক রুটি। এ কথা শুনে হযরত গাউসুল আ'যম নিজ বরকতময় হাত ওই মুরগীর হাড়ের ওপর রাখলেন এবং বললেন, 'উঠো, ওই মহান আল্লাহর হুকুমে যিনি হাড়কে জীবিত করেন।' এ কথা বলা মাত্রই ওই হাড়গুলো পরিপূর্ণ মুরগী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো এবং বাক দিতে আরম্ভ করলো। হুযূর বললেন, যখন তোমার ছেলে এমন আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী হবে, তখন যা ইচ্ছা খেতে পারবে।'

তাঁরা আরো বললেন, 'একবার হুযূরের ওয়াজের মজলিসের ওপর দিয়ে একটি চিল চিৎকার করে উড়ে যাচ্ছিলো, তার চিৎকারে উপস্থিত শ্রোতাদের মনোযোগ নষ্ট হলো। তখন হুযূর নির্দেশ দিলেন, 'হে বায়ু! এ চিলের মাথা

স্বভাবতই অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়। এ প্রকার বর্ণনা দ্বারা ইলমে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা হয় যা সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। –ইবনে হাজর, নুকবাতুল ফিকর, পৃ. ৩, কায়রো ১৩৫২-১৯৩৪

কেটে দাও।' তখনই, ওই চিলের ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'টি দু'দিকে পড়ে যায়। অতঃপর হুযূর বক্তব্য মঞ্চ থেকে নেমে ওই চিলকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে তার ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বললেন। তখনই ওই চিল আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে সবার সামনে আকাশে উড়াল দিয়ে চলে যায়।'[1]

قادراقدرت   توداری   ہرچہ   خواہی   آں   کُنی

مردہ   راجانے   دہی   وزندہ   رابے   جاں   کُنی

হে গাউসুল আ'যম! আপনি মহান ক্ষমতাবান, আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। সুতরাং আপনি যাই চান তাই পারেন। মৃতকে জীবন দিতে পারেন আর (চাইলে) জীবিতকে মৃত্যু দান করতে পারেন।

ইমাম, মুহাদ্দিস, শায়খুল কুর্‌রা, শামসুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন আবুল খায়র মুহাম্মদ জায্‌রী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি *নিহায়াতুদ দিরায়াত ফী আসমা'ঈ রিজালিল কিরাত* গ্রন্থে ইমাম আলী শাতনূফী ও তাঁর গ্রন্থের মহত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

'আলী ইবনে ইউসূফ ইবনে জারীর ইবনে ফযল ইবনে মি'দাদ নূরুদ্দীন আবুল হাসান লাখমী শাতনূফী শাফে'ঈ একজন সৃষ্টিশীল গবেষক, শিক্ষাবিদ, সারা মিসরের শায়খ, ৬৪৪ হিজরীতে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। জা'মে আযহারে শিক্ষকতার আসন অলংকৃত করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব সকলকে বিমোহিত করতো। তাঁর জ্ঞান-গবেষণার কারণে তাঁর চতুষ্পার্শে লোকের ভিড় লেগে থাকতো। আমি শুনেছি যে, *শাতিবীয়্যাহ* গ্রন্থের ওপর তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে, যদি তাঁর ব্যাখ্যা প্রকাশ পেতো তবে এটা সকল ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হতো। বিভিন্ন গ্রন্থের ওপর তাঁর উপকারী সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রয়েছে। ইমাম যাহভী বলেন, হযরত গাউসুল আ'যমের প্রতি তাঁর এত অগাধ ভালবাসা ছিলো যে, তিনি হযরত গাউসুল আ'যমের জীবন ও কর্মের ওপর তিন খণ্ডের বিরাটাকার গ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থ কায়রোর খানাকায়ে সালাহিয়াহ্‌র ওয়াক্‌ফে রয়েছে। আমার সম্মানিত শিক্ষক হাফিযুল হাদীস মুহীউদ্দীন 'আবদুল কাদির হানাফীসহ অনেক শিক্ষক আমাকে উক্ত গ্রন্থ বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি ২০ জিলহজ্জ ৭১৩ হিজরীর শনিবার জোহরের সময় ওফাত বরণ করেন এবং

[1] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ৬২

২১ ই জিলহজ্জ রবিবার দাফন হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করুন।'[১]

ইমাম আমর ইবনে আবদুল ওহাব হালবী তাঁর কাছে রক্ষিত *বাহজাতুল আসরারের* কপিতে লিখেছেন,

'আমি বাহজাতুল আসরার গ্রন্থখানা পুরোটা বিচার-বিশ্লেষণ সহকারে অধ্যয়ন করেছি, যার প্রতিটি বর্ণনা একাধিক সূত্রে বর্ণিত। এটার বেশির ভাগ বর্ণনা ইমাম ইয়া'ফী *আসনাল মাফাহির, নাশারুল মাহাসিন* ও *রাওযুর রাইয়্যাহিন* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। *তাকমীলুল কালাম* গ্রন্থকার বলেন, শামুসদ্দীন যকী হালাবীও কিতাবুল আশারাফ-এ বর্ণনা করেছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, *বাহজাতুল আসরারে* হযরত গাউসুল আ'যম কর্তৃক মৃত জীবিত করা, (যেমন মুরগী জীবিত করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে) আমার প্রাণের শপথ! এ ঘটনা ইমাম তাজুদ্দীন সুবকীও বর্ণনা করেছেন। আর এ কারামত ইবনে রিফা'ঈ প্রমুখ মহান ওলী থেকেও বর্ণিত আছে। নির্বোধ, মুর্খ ও হিংসুকের ওই পদমার্যাদা কোথায়, যে (সর্বদা) শুধু জাহেরী ইলম অর্জনের মাধ্যমে স্বীয় জীবনকে ধ্বংস করেছে। তাযকিয়াই নাফস (আত্মার পরিশুদ্ধি) ও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ হওয়া ত্যাগ করে, তাতে সন্তুষ্ট থেকেছে, সে কিরূপে বুঝতে পারবে ওই সব বিষয়, আল্লাহ তা'আলা ইহ ও পরকালে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দান করেছেন! তাইতো হযরত জুনায়দ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, 'আমাদের (সূফীয়া কিরামগণের) তরীকাকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নামই বেলায়ত।'[২]

(আমার মতে) আল্লাহর প্রশংসা, এ মহান ইমামের উপরোক্ত উক্তি ইমাম শাত্নূফীর ওই কথা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়, যা তিনি 'বাহজাতুল আসরার' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

لَخَصْتُهُ كِتَابًا مُفْرَدًا مَرْفُوْعَ الْأَسَانِيْدِ مُعْتَمِدًا فِيْهَا عَلَى الصَّحَّةِ دُوْنَ الشُّذُوْذِ.

'আমি এ গ্রন্থ মারফূ সনদ সহকারে সংকলন করেছি, বিশেষত এ গ্রন্থের সকল সনদ সহীহ্ হওয়ার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কারণ এটা

[১] জযরী, নিহায়াতুর রিওয়াত ফী আসমায়ি রিজালিল কিরাত

[২] ইমাম আমর ইবনে আবদিল ওয়াহ্হাব, হাশিয়া আলা বাহজাতিল আসরার (কলমী)

'শায্' বর্ণনা থেকে পবিত্র।' (অর্থাৎ বিশুদ্ধ সহীহ-মশহুর রিওয়ায়েত গ্রহণ করেছি, যাতে কোন প্রকারের য'য়ীফ, গরীব ও শায বর্ণনা নেই।)

হয়ত ইমাম শাতনূফী তাঁর উপরিউক্ত উক্তি দ্বারা এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটা এক অনন্য গ্রন্থ যাকে *মুত্তাসিল সনদ* দ্বারা সাজানো হয়েছে। এটার সহীহ-মশহুর সনদগুলোর ওপর পূর্ণ নির্ভর করা যায়, যা শায, যয়ীফ ও গরীব হওয়া থেকে পবিত্র। আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।[১]

খাতিমুল হুফ্ফায ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম শাতনূফীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন,

'আলী ইবনে ইউসূফ ইবনে জারীর লাখমী শাতনূফী একজন যুগের অদ্বিতীয় ইমাম, দ্বীনের নূর, (তাঁর উপনাম) আবূল হাসান, মিশরের কারীগণের শায়খ, ৬৪৪ হিজরী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। জা'মে আযহারে শিক্ষকতার আসন অলংকৃত করেন। তাঁর শিক্ষা মজলিসে ছাত্রদের ভীড় লেগে থাকতো। ৭১৩ হিজরীর জিলহজ্বে ওফাত বরণ করেন।'[২]

[১] **সহীহ** : ইলমে হাদীসের পরিভাষায় ঐ হাদীস বা বর্ণনাকে 'সহীহ' বলা হয় যার সনদ মুত্তাসিল, প্রত্যেক রাবীই আদিল, পূর্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন, হাদীসটি শাযও নয়, মু'আল্লালও নয়, এ প্রকার বর্ণনা (হাদীস) শরীয়তের নির্ভরযোগ্য দলীল, এবং এটার উপর আমল করা ওয়াজিব।

১. সনদ 'মুত্তাসিল' হওয়া মানে সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকা এবং (সনদের) কোন স্তর হতে রাবী বাদ না পড়া।

২. 'আদিল' হওয়ার অর্থ হচ্ছে বর্ণনাকারী শরীয়তের নিষিদ্ধ এবং ভদ্রতা ও শালীনতা বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া।

৩. পূর্ণাঙ্গ স্মরণশক্তি বলতে বুঝায় যাঁর স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ও প্রখর, বিবরণসমূহ পূর্ণ সতর্কতার সাথে স্মরণ রাখবার পূর্ণ ক্ষমতা আছে, যাতে তিনি পূর্ণ বিবরণটি প্রয়োজনবোধে অবিকল হুবহু আবৃতি করতে পারেন।

৪. 'শায' না হওয়ার অর্থ হলো রাবী নিজ হতে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা না করা।

৫. মু'আল্লাল ঐ বর্ণনা (হাদীস)-কে বলা হয়, যাতে এমন সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকে যা হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায়। হাদীসবিশেষজ্ঞগণ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ ধরনের দোষ-ত্রুটি উদঘাটন করা সম্ভব নয়।

শায : অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) রাবীর বর্ণনাকে 'শায' বলা হয়। আর অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনাকে 'মাহফূয' বলা হয়। শায বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, তবে মাহফূয বর্ণনা গ্রহণযোগ্য।

যঈ'ফ : ঐ রিওয়াত (বর্ণনা) কে বলা হয়, যা 'হাসান' হাদীসের শর্তাবলীর কোন একটি শর্ত বাদ পড়ার কারণে 'হাসান' এর স্তরে পৌছতে পারেনি।

গরীব : ঐ বর্ণনাকে বলা হয়, যার কোন এক স্তরে শুধু একজন রাবী রয়েছে। অর্থাৎ একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে 'গরীব' বলা হয়। চাই সনদের সকল স্তরে এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকুক কিংবা যে-কোন একটি স্তরে।–মুফতি আমিমুল এহসান, মিযানুল আখবার, পৃ.১৫ (ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী)–অনুবাদক।

[২] সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদিরা, পৃ. ২৯

শায়খ মুহাকিক ইমাম আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম আলী শাতনূফী ও তাঁর গ্রন্থের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

'*বাহজাতুল আস্‌রার* এটা মহান ইমাম, ফকীহ, আলিম, শ্রেষ্ঠ কারী নূরউদ্দীন আবূল হাসান আলী ইবনে ইউসূফ শাফিঈ' লাখমীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থকার ও গাউসুল আ'যমের মধ্যকার মাত্র দু'স্তর বিদ্যমান।'[১]

তিনি তাঁর *সালাতুল আস্‌রার* পুস্তকে আরো লিখেছেন,

'প্রিয় কিতাব 'বাহজাতুল আসরার ওয়া মা'দানুল আন্‌ওয়ার' এক নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থকার ওলামা-মাশাইখের নিকট অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁর ও হযরত গাউসুল আ'যম-এর মধ্যকার দু'স্তর ব্যবধান বিদ্যমান। তিনি ইমাম আবদুল্লাহ ইয়াফী' রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি থেকে অগ্রগণ্য। অথচ তিনি হযরত গাউসুল আযমের তরীকাভুক্ত এবং স্নেহ-ভালবাসার পাত্র।'[২]

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

'আমি ফকীর মক্কা শরীফে শায়খ আবদুল ওহাব মুত্তাকি (যিনি ইমাম শায়খ আলী মুত্তাকীর বিশিষ্ট মুরিদ ছিলেন)-এর খিদমতে অবস্থানকালে তাঁর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, *বাহজাতুল আসরার* আমাদের কাছে এক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। বর্তমানে আমি এ গ্রন্থ অন্য পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখেছি। তিনি কোন উপকারী কিতাব লাভ করলে তা অন্য পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখে তার সম্পাদনা করা ছিল তাঁর স্বভাব। আমি যখন তাঁর খিদমতে গিয়ে পৌঁছি তখন তিনি এ গ্রন্থ সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন।'[৩]

আলহামদুলিল্লাহ! উপরিউক্ত যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণের উক্তির মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, *বাহজাতুল আসরারের* গ্রন্থকার ইমাম আবূল হাসান আলী নূরুদ্দীন একজন যুগের অদ্বিতীয় ইমাম, সৃষ্টিশীল গবেষক, ফকীহ, শায়খুল কুররা ও যুগপ্রসিদ্ধ আলিমগণের অন্যতম। তাঁর এই গ্রন্থ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ। বড় বড় আলিমগণ এর সনদ বর্ণনা করেছেন এবং পবিত্র হাদীসগ্রন্থের মতো তা বর্ণনা করার ইজাযত প্রদান করেছেন। গাউসুল আ'যমের মানাকিব বর্ণনায় উচ্চতর সনদের কারণে এ গ্রন্থের মর্যাদা তেমনি, যেমন– মর্যাদা হাদীসগ্রন্থগুলোর মধ্যে মুআত্তা ইমাম মালিকের রয়েছে। ওলীগণের মানাকিব বর্ণনায় সনদের বিশুদ্ধতায় এ গ্রন্থের মর্যাদা

[১] দেহলভী, মুকাদ্দমা আসার, পৃ. ৫
[২] দেহলভী, সালাতুল আসরার (কলমী)
[৩] দেহলভী, সালাতুল আসরার

তেমনি, যেমন মর্যাদা হাদীসগ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহ্ বোখারী শরীফের রয়েছে। বরং সহীহ্ হাদীসগ্রন্থগুলোর মধ্যে কিছু শায হাদীসও থাকে কিন্তু এ-তে কোন শায বর্ণনাও নেই। বরং ইমাম শাতনূফী তাঁর এ গ্রন্থে সব বর্ণনা সহীহ্ হওয়া এবং শায না হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লামা উমর হালবীর সাক্ষ্য মতে, গ্রন্থকারের উক্ত প্রচেষ্টা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কারণ, তাঁর বর্ণিত প্রতিটি বর্ণনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত। [সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের রব]

প্রথম অধ্যায়

এ মহান ইমাম তাঁর গ্রন্থে হযরত গাউসুল আ'যম জীলানীর মহত্ব বর্ণনায় সহীহ সূত্রে যে সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, উভয়জগতের বরকত লাভের আশায় বরকতময় কাদেরী সংখ্যা অনুপাতে এখানে ১১ টি বর্ণনা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

এক.

হযরত গাউসুল আ'যমের উক্তি : 'আমার কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের ওপর'

ইমাম 'আলী শাতনূফী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ মুহাম্মদ সালিম দিমইয়াতি, তিনি বলেন, আমাকে ইরাকের ছয়জন শায়খ, হযরত আবূ তাহির ইবনে আহমদ সরসরী, আবূল হাসান হাফ্ফাফ বাগদাদী, শায়খ আবূল হাফস উমর বুরায়দী, শায়খ আবুল কাসিম 'উমর দানী, আবূল ওয়ালিদ যায়িদ ইবনে সা'ঈদ ও আবূ আমর উসমান ইবনে সুলায়মান প্রমুখ খবর দিয়েছেন। তাঁরা সকলে বলেন, আমাদেরকে হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দু'ভাগিনা- আবূল ফরাজ আবদুর রহীম ও আবূল হাসান আলী খবর দিয়েছেন, তাঁরা উভয়ে বলেন,

كُنَّا عِنْدَ شَيْخِنَا الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنَ الرِّفَاعِيِّ بِزَاوِيَتِهِ بِأُمِّ عُبَيْدَةَ فَمَدَّ عُنُقَهُ وَقَالَ : عَلَى رَقَبَتِيْ، فَسَئَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ : قَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ الْآنَ بِبَغْدَادَ قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ.

আমরা আমাদের শায়খ (পীর) হযরত রিফা'ঈর নিকট তাঁর উম্মে উবায়দাস্থ খান্‌কা শরীফে উপস্থিত ছিলাম। হযরত রিফা'ঈ স্বীয় গর্দান সামনে ঝুঁকালেন এবং বললেন, 'আমার গর্দানের ওপর'। আমরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওই সময় হযরত আবদুল কাদির বাগদাদে বলেছেন, আমার এ কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর।'[১]

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ১৩

দুই.

ইমাম আলী শাতনূফী (কুদ্দিসা সিররুহু) বলেন, আমাদেরকে হযরত আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাযির হুসাইনী মুসলী খবর দিয়েছেন, তিনি শায়খ আবূল ফরাজ আবদুল মহসিন ইবনে মুহাম্মদ মুকিররী হতে, তিনি শায়খ আবূ বকর আতীক ইবনে আবূল ফযল বাগদাদী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

زُرْتُ الشَّيْخَ سَيِّدَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّفَاعِيْ ﷺ بِأُمِّ عُبَيْدَةَ فَسَمِعْتُ أَكَابِرَ أَصْحَابِهِ وَقُدَمَاءَ مُرِيْدِيْهِ يَقُوْلُوْنَ : كَانَ الشَّيْخُ يَوْمًا جَالِسًا فِيْ هَذَا الْمَوْضِعِ، فَحَنَا رَأْسَهُ وَقَالَ : عَلَى رَقَبَتِيْ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : قَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ الْآنَ بِبَغْدَادَ : قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ، فَأَرْخَنَا ذَلِكَ الْوَقْتَ فَكَانَ كَمَا قَالَ فِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِعَيْنِهِ.

'আমি শায়খ আহমদ ইবনে আবূল হাসান রিফা'ঈর সাথে উম্মে উবাইদায় সাক্ষাত করেছি। তাঁর বয়োবৃদ্ধ ও প্রবীণ মুরিদগণকে বলতে শুনেছি যে, একদা (আমাদের) শায়খ এ জায়গায় বসা ছিলেন, তখন তিনি সামনের দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকালেন এবং বললেন, 'আমার গর্দানের ওপর।' এ ব্যাপারে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন, 'এখনিই বাগদাদের শায়খ আবদুল কাদির জীলানী বলেছেন, 'আমার এ কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর।' তাই ওই সময় আমি গর্দান নত করেছি। সুতরাং তিনি ওই সময় যা এরশাদ করেছেন তার ওপর যথাযথ আমল হলো।'[১]

তিন.

সমস্ত ওলী হুযূর গাউসুল আ'যম সমীপে স্বীয় গর্দান ঝুঁকালেন

ইমাম শাতনূফী বলেন, আমাদেরকে ফকীহ আবূ গালিব রিয্‌কুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসূফ রাকী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি শায়খ সালিহ আবূ ইসহাক ইবরাহীম রাকী হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজিদ রাকী থেকে বর্ণনা করেছেন,

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ১৩

চার ও পাঁচ.

অনুরূপভাবে আমাদেরকে উচ্চতর সনদে মুহাদ্দিস আবূল ফুতূহ নাসরুল্লাহ ইবনে ইউসূফ ইবনে খলীল বাগদাদী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি শায়খ আবূল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযাহ্ আয্জী হতে, তিনি আবূল মুযাফ্ফর মনসূর ইবনে মোবারক ও ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবূল হাসান ইস্পাহানী হতে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, আমরা সায়্যিদ শরীফ শায়খ ইমাম আবূ সা'ঈদ কালয়ূবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনেছি যে,

لَمَّا قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ تَجَلَّى الْحَقُّ ﷻ عَلَى قَلْبِهِ وَجَائَتْهُ خِلْعَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدِ طَائِفَةٍ مِّنَ الْمَلَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَأَلْبَسَهَا بِمَحْضَرٍ مِنْ جَمِيْعِ الْأَوْلِيَاءِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَمَا تَأَخَّرَ الْأَحْيَاءُ بِأَجْسَادِهِمْ وَالْأَمْوَاتُ بِأَرْوَاحِهِمْ وَكَانَتِ الْمَلَئِكَةُ وَرِجَالُ الْغَيْبِ حَافِّيْنَ بِمَجْلِسِهِ وَاقِفِيْنَ فِي الْهَوَاءِ صُفُوْفًا حَتَّى اسْتَدَّ الْأُفُقُ بِهِمْ وَلَمْ يَبْقَ وَلِيٌّ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَنَا عُنُقَهُ.

'যখন হযরত শায়খ আবদুল কাদির বলেছেন, 'আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর', তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কলব মোবারকে তাজাল্লি ফরমালেন এবং হুযূর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নৈকট্যধন্য একদল ফিরিশতাদের হাতে তাঁর জন্য খিল'আত (বিলায়তের বিশেষ পোশাক) পাঠালেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ওলীর সমাবেশ হলো। যাঁরা জীবিত ছিল তাঁরা সশরীরে আর যাঁরা ওফাত বরণ করেছেন তাঁরা পবিত্র আত্মা সমেত আসলেন। তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে ওই খিল'আত হযরত গাউসুল আ'যমকে পরিধান করানো হলো। ওই সময় রিজালুল গায়েব ও ফিরিশতাদের ভিড় ছিলো। তাঁরা শূন্যে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের কারণে সকল দিগন্ত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। ভূপৃষ্ঠে এমন কোন ওলী ছিলেন না, যিনি (ওই সময়) গর্দান ঝুঁকাননি। [সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জাহানের রব।][১]

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ৮-৯

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا
سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا
تاج فرق عرفا کس کے قدم کو کہئے
سر جسے باج دیں وہ پاؤں ہے کس کا تیرا
گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل ٹوٹ گئے
کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا

বাহ! বাহ! হে গাউসুল আযম! আপনার মর্যাদা কতই না উঁচু। বড় বড় উঁচু মর্যাদা সম্পন্নদের চেয়েও আপনার কদম মোবারক অনেক উঁচুতে রয়েছে। হে সরদারে আউলিয়া! আপনার মর্যাদা কত উঁচু তা কেউ জানে না। কেননা আপনার বরকতময় পায়ের অবস্থা তো এই যে, আল্লাহর সমস্ত অলী সৌভাগ্য অর্জনের আশায় আপনার পায়ের ধূলা নিজেদের চোখে মালিশ করে থাকে।
আরিফগণ আপনার কদমকে রাজমুকুট বলে জানে এবং নিজেদের মাথা নত করে খাজনা দিয়ে থাকে।
হে গাউসুল আযম! আপনার কদম পাক দেখে অনেক ওলী এটা মনে করে বসে যে, এটা আল্লাহর তাজাল্লী। ফলে তারা সাজদায় লুটে পড়ে ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অথচ এটা তো আল্লাহর তাজাল্লী নয় বরং আপনার কদমেরই কারিশমা।[১]

ছয়.

ইমাম শাতনূফী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর মকামসমূহ উঁচু করুক!) বলেন, আমাদেরকে আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ও হালাফ ইবনে

[১] রেযা খান, হাদায়িকে বখশিশ

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হুরায়মী, তিনি মুহাম্মদ ইবনে হালাফ থেকে, তিনি শায়খ আবুল কাশেম ইবনে আবূ বকর ইবনে আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন- আমি শায়খ খলীফা থেকে শুনেছি আর তিনি অনেকবার হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার দ্বারা ধন্য হয়েছেন, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَارَسُوْلَ اللهِ! لَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ قَدَمِيْ هٰذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ، فَقَالَ صَدَقَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ وَكَيْفَ لَا وَهُوَ الْقُطْبُ وَأَنَا أَرْعَاهُ.

আল্লাহর শপথ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম আর আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শায়খ আবদুল কাদের বলেছেন, 'আমার এ কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর।' (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'শায়খ আবদুল কাদির সত্য বলেছেন' আর বলবেন না কেন, তিনি তো 'কুতুব' আর আমি তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করি।'[১]

গাউসুল আ'যমের মহান দরবারের কুকুর (ইমাম আহমদ রেযা হানাফী কাদিরী) বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের আকা গাউসুল আ'যম জীলানীকে ওই কথা [আমার কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর] বলার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট খিল'আত প্রেরণ করলেন, তখন তাঁর কলবে নূরের তাজাল্লি ফরমালেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ওলীকে একত্রিত করা হলো। সকলের সম্মুখে ওই খিল'আত পরিধান করানো হলো। রিজালুল গায়ব ও ফিরিশতাদের ভিড় হলো। তাঁরা সকলে অভিবাদন জানালেন। জগতের সমস্ত ওলী গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন। এখন যে চাই সন্তুষ্ট হোক আর যে চাই অসন্তুষ্ট হোক। আল্লাহ তা'আলার দেয়া এ মর্যাদায় যে সন্তুষ্ট হলো তাঁর জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে অসন্তুষ্ট হলো তার জন্য রয়েছে মহান রবের অসন্তুষ্টি—সে হিংসুকের অন্তর্ভুক্ত। হিংসার আগুনে যাদের অন্তর জ্বলছে তাদেরকে বলো, 'তোমরা তোমাদের হিংসায় মরো, নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরসমূহের খবর জানেন।'

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ১০

সাত.

হুযূর গাউসে আ'যম জিন, ফিরিশতা ও মানবজাতি সকলেরই পীর

ইমাম শাতনূফী (আল্লাহ তাঁর চেহারাকে আলোকোজ্জ্বল করুন!) বলেন, আমাদেরকে হাসান ইবনে নুজাইম হাওরানী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁকে মহান ওলী আলী ইবনে ইদ্‌রীস ইয়াকূবী খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল কাদির জীলানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনেছি যে,

اَلْإِنْسُ لَهُمْ مَشَائِخُ وَالْجِنُّ لَهُمْ مَشَائِخُ وَالْمَلَئِكَةُ لَهُمْ مَشَائِخُ وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ، قَالَ : وَسَمِعْتُهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ يَقُوْلُ لِأَوْلَادِهِ : بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ بُعْدٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَقِيْسُوْنِيْ بِأَحَدٍ وَلَا تَقِيْسُوْا عَلَيَّ أَحَدًا.

'মানবজাতির শায়খ (পীর) আছে, জ্বীনজাতির পীর আছে, ফিরিশ্‌তাদের পীর আছে আর আমি সকলের পীর। আমি তাঁর ওফাত শয্যায় তাঁর সন্তান-সন্ততিদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি যে, আমার এবং তোমাদের ও সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তেমনি ব্যবধান রয়েছে যেমন ব্যবধান রয়েছে আসমান এবং জমীনের মধ্যে। আমাকে কারো সাথে তুলানা করো না এবং আমার ওপর কাউকে তুলনা করো না।'[১]

হে আমাদের সরদার! আপনি সত্য বলেছেন। আপনি এবং মহান আল্লাহ্ সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী।

আট.

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত গাউসুল আ'যমের মত কোন ওলী সৃষ্টি করেননি

ইমাম শাতনূফী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে প্রশান্তিময় করুন!) বলেন, আমাদেরকে আবুল মা'আলী সালিহ ইবনে আহমদ মালিকী খবর দিয়েছেন, তিনি শায়খ আবুল হাসান বাগদাদী (যিনি খাফ্‌ফাফ নামে প্রসিদ্ধ) এবং শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল লতীফ বাগদাদী (যিনি মিতরায্ নামে প্রসিদ্ধ) উভয়জন হতে বর্ণনা করেছেন। আবুল হাসান বলেন, আমাদেরকে আমাদের পীর-মুরশিদ শায়খ আবূ সা'উদ আহমদ ইবনে আবূ বকর হারিমী ৫৮০ হিজরীতে আর আবূ মুহাম্মদ বলেন,

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ৩৩

আমাদেরকে আমাদের পীর-মুরশিদ শায়খ আবদুল গনী ইবনে নুকতা খবর দিয়েছে যে, তাঁদের সামনে তাঁদের ওস্তাদ শায়খ আবূ 'আমর উসমান আরফীনী বলেছেন,

وَاللهِ مَا أَظْهَرَ اللهُ تَعَالَى وَلَا يَظْهَرُ إِلَى الْوُجُوْدِ مِثْلَ الشَّيْخِ مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدِالْقَادِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

'আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! আল্লাহ তা'আলা ওলীগণের মধ্যে শায়খ আবদুল কাদির জীলানী রাদিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহুর মতো না সৃষ্টি করেছেন এবং না কখনো সৃষ্টি করবেন।'[১]

بقسم کہتے ہیں شاہان صریفین و حریم کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا

সরীফাইন ও হারীমাইন এ দু'স্থানের বেলায়তের বাদশা হযরত আবু আমর উসমান সরীফাইন এবং আবু মুহাম্মদ আবদুল হক হারীম, আল্লাহর শপথ করে বলে গেছেন যে, হে গাউসুল আযম! আপনার সমকক্ষ কোনো ওলী না পূর্বে হয়েছে, না পরে হবে।[২]

নয়.

শায়খ আবদুল কাদির প্রসঙ্গে হযরত খিযিরের উক্তি

ইমাম শাতনূফী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবকে উচ্চ মকামে উন্নীত করুন!) বলেন, আমাদেরকে শায়খ আবূল মুহাসিন ইউসূফ ইবনে আহমদ বসরী খবর দিয়েছেন, তিনি শায়খুল 'আলম আবূ তালিব আবদুর রহমান ইবনে হাশিমী ওয়াসিতী হতে, তিনি শায়খ জামাল উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বসরীকে বসরায় একথা বলতে শুনেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, হযরত খিযির আলায়হিস সালাতু ওয়াস্সালাম কি জীবিত, না ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন, আমি হযরত খিযির আলায়হিস সালাতু ওয়াস্সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি আর তাঁর নিকট শায়খ আবদুল কাদিরের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন হযরত খিযির বললেন,

هُوَ فَرْدُ الْأَحْبَابِ وَقُطْبُ الْأَوْلِيَاءِ فِيْ هَذَا الْوَقْتِ وَمَا أَوْصَلَ اللهُ تَعَالَى وَلِيًّا إِلَى مَقَامٍ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ أَعْلَاهُ، وَلَا سَقَى اللهُ حَبِيْبًا كَأْسًا مِنْ

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ১৭২
[২] রেযা খান, হাদায়িকে বখশিশ

حُبِّهِ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ أَهْنَاهُ، وَلَا وَهَبَ اللهُ لِمُقَرَّبٍ حَالًا إِلَّا وَكَانَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ أَجَلَّهُ، وَقَدْ أَوْدَعَهُ اللهُ تَعَالَى سِرًّا مِنْ أَسْرَارِهِ سَبَقَ بِهِ جُمْهُوْرُ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا اتَّخَذَ اللهُ وَلِيًّا كَانَ أَوْ يَكُوْنُ إِلَّا وَهُوَ مُتَأَدِّبٌ مَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'তিনি এ যুগের আল্লাহর সকল প্রিয় বান্দা (মাহবুবদের) মধ্যে অদ্বিতীয়, সমস্ত ওলীর 'কুতুব' (গাউসুল আ'যম)। আল্লাহ তা'আলা কোন ওলীকে যেই মকামে (স্তরে) পৌঁছিয়েছেন, তার চেয়ে উঁচু মকাম শায়খ আবদুল কাদিরকে দান করেছেন, তাঁর কোন বন্ধুকে স্বীয় ভালবাসায় যেই পবিত্র মদিরা পান করিয়েছেন, তার চেয়ে উত্তম সুস্বাদু পবিত্র মদিরা শায়খ আবদুল কাদিরকে পান করিয়েছেন। তাঁর কোন নৈকট্যধন্য ব্যক্তিকে যেই 'হাল' দান করেছেন, তাঁর চেয়ে উত্তম 'হাল' শায়খ আবদুল কাদিরকে দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে আপন রহস্যসমূহ আমানত রেখেছেন, ফলে তিনি সমস্ত ওলীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা (অতীতে যাঁদেরকে 'বিলায়ত' দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে) কিয়ামত পর্যন্ত যাঁদেরকে বিলায়ত দেবেন, তাঁরা সবাই শায়খ আবদুল কাদিরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন।'[১]

جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں مرے آقا تیرا

হে গাউসুল আযম! পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আল্লাহর সকল ওলী আপনার প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা করে থাকেন।[২]

দশ.

হযরত গাউসুল আ'যম সর্ম্পকে হযরত রিফাঈর মূল্যায়ন

ইমাম শাতনূফী (আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন!) বলেন, আমাকে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাযির হুসাইনী মূসলী খবর দিয়েছেন, তিনি বললেন, আমি আমার সম্মানিত পিতা (খাযির)-কে এরশাদ করতে শুনেছি যে,

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ১৭৩
[২] রেযা খান, হাদায়িকে বখশিশ

একদিন আমি শায়খ সায়্যিদ মুহীয়ূদ্দীন আবদুল কাদির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সমীপে উপস্থিত ছিলাম। আমার অন্তরে শায়খ আহ্মদ রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছে জাগলো। হুযূর গাউসুল আ'যম বললেন, 'শায়খ আহমদকে কি দেখতে চাও?' আমি আরয করলাম, হ্যাঁ। হুযূর কিছক্ষণ মাথা নত করে রাখলেন এবং আমাকে বললেন, 'হে খাযির! এ-ই তো শায়খ আহ্মদ।' তখনই আমি আহমদ রিফা'ঈকে তাঁর পার্শ্বে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে (আহমদ কবীর রিফাঈ'কে) এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রভাব বিস্তারকারী শায়খ হিসেবে দেখলাম এবং তাঁকে দাঁড়িয়ে সালাম করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে খাযির! যে শায়খ আবদুল কাদিরকে দেখছেন, যিঁনি সমস্ত ওলীর সরদার, তিনি আমাকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেছেন! অথচ আমি তাঁর অধীনে রয়েছি।' এ কথা বলেই তিনি আমার দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে যান। অতঃপর একদা আমি হযরত গাউসুল আ'যম-এর ওফাতের পর হযরত আহমদ রিফা'ঈর সাথে সাক্ষাত করার জন্য বাগদাদ হতে উম্মে উবায়দায় গমণ করি। তখন আমি অবিকল ওই শায়খকে দেখতে পেলাম, যাঁকে আমি ওই দিন শায়খ আবদুল কাদির জীলানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পার্শ্বে দেখেছিলাম। এ-ই দেখার মধ্যে কোন অতিরিক্ত কিছু তাঁর মধ্যে দেখিনি। তিনি (হযরত রিফা'ঈ বললেন, 'হে খাযির! আমাকে প্রথমবার দেখা কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলোনা।'[১]

এগার.

হযরত গাউসুল আ'যম শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকতের ইমাম

ইমাম শাতনূফী (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ও তাঁকে কিয়ামত দিবসে গাউসিয়াতের পতাকা তলে সমবেত করুন!) বলেন, আমাদেরকে আবূল কাসিম মুহাম্মদ ইবনে উবাদাহ আনসারী খবর দিয়েছেন, তিনি শায়খ আরিফবিল্লাহ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মাহ্মূদ বা'লা-বাক্কী হতে, তিনি স্বীয় মুরশিদ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বাতাই'হীকে বলতে শুনেছেন যে, আমি হুযূর গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর (জাহেরী) জীবদ্দশায় উম্মে 'উবায়দায় গিয়েছিলাম। সেখানে হযরত আহমদ রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খান্কায় কিছুদিন অবস্থান করি। একদিন হযরত রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল কাদির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মানাকিব ও গুণাবলি বর্ণনা করতে বললেন, আমি তাঁর কিছু মানাকিব বর্ণনা করলাম। আমার আলোচনা

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ২৩৭-২৩৮

চলাকালে জনৈক ব্যক্তি এসে আমাকে বললো, নিশ্চুপ হও! হযরত রিফা'ঈর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আমার সামনে উনি ছাড়া অন্য কারোর মানাকিব বর্ণনা করো না। এ কথা শুনা মাত্র হযরত রিফা'ঈ ওই ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ দৃষ্টিতে তাকাতেই তার প্রাণবায়ু বের হয়ে পড়ে। মজলিস থেকে তার শবদেহ নিয়ে যাওয়া হলো। হযরত রিফা'ঈ (উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে) বললেন,

وَمَنْ يَّسْتَطِعُ وَصْفَ مَنَاقِبِ الشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ؟ وَمَنْ يَّبْلُغُ مَبْلَغَ الشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ؟ ذَلِكَ رَجُلٌ بَحْرُ الشَّرِيْعَةِ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَبَحْرُ الْحَقِيْقَةِ عَنْ يَسَارِهِ، مَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ اغْتَرَفَ، الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ لَانَانِيَ لَهُ فِيْ عَصْرِنَا هَذَا.

'শায়খ আবদুল কাদির-এর মানাকিব বর্ণনা করার সাধ্য কার আছে? শায়খ আবদুল কাদিরের মর্যাদায় কে পৌঁছতে পারবে? তাঁর ডান হাতে আছে শরীয়তের সমুদ্র আর বাম হাতে আছে হাকীকতের সমুদ্র। উভয় সমুদ্রের যেটা হতে চাও আঁজলা ভরে পানি নাও। আমাদের এ যুগে শায়খ আবদুল কাদিরের কোন দ্বিতীয় নেই।'[১]

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমি হযরত রিফা'ঈকে তাঁর ভাগিনা এবং তাঁর শীর্ষস্থানীয় মুরিদগণকে অছিয়ত করতে শুনেছি। ওই সময় জনৈক লোক পবিত্র বাগদাদের উদ্দেশ্যে সফরে যাওয়ার জন্য তাঁর থেকে বিদায় নিতে আসলেন। তিনি তাঁকে বললেন,

إِذَا دَخَلْتَ إِلَى بَغْدَادَ فَلَا تُقَدِّمْ عَلَى زِيَارَةِ الشَّيْخِ عَبْدِالْقَادِرِ شَيْئًا إِنْ كَانَ حَيًّا وَلَا عَلَى زِيَارَةِ قَبْرِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا، فَقَدْ أَخَذَلَهُ الْعَهْدَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الْأَحْوَالِ دَخَلَ بَغْدَادَ وَلَمْ يَزُرْهُ سُلِبَ حَالُهُ وَلَوْ قُبَيْلَ الْمَوْتِ، ثُمَّ قَالَ : وَالشَّيْخُ مُحْيِ الدِّيْنِ عَبْدُالْقَادِرِ حَسْرَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَهُ ﷺ.

'যখন বাগদাদ পৌঁছবে, তখন হযরত শায়খ আবদুল কাদির যদি জীবিত থাকেন প্রথমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। যদি তিনি ওফাত বরণ করে থাকেন, তবে তাঁর মাযার শরীফ যিয়ারত করার পূর্বে কোন কাজ করবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, 'সাহিব-ই

[১] শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ২৩৭

হাল' যদি বাগদাদে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না করে তবে তার 'হাল' বিলুপ্ত করা হবে। (জীবদ্দশায় করা না হলে) তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত হলেও করা হবে। তারপর বললেন, ওই ব্যক্তির জন্য দুঃখ, যে শায়খ আবদুল কাদিরকে দেখেন নি।'[১]

اے حسرت آنانکہ ندیدند جمالت　　محروم مدار ایں سگ خود راز نوالت

(হে গাউসুল আযম!) যে আপনার সৌন্দর্য দেখেনি তার জন্য দুঃখ। আপনার (দরবারের) এ কুকুরকে আপনার বদ্যানতা থেকে বঞ্চিত করো না।

ওহে মুসলমান! এই সহীহ বর্ণনাগুলো অবলোকন করুন এবং ওই ব্যক্তির মতো স্বীয় পরিণতি হওয়া থেকে ভয় করুন, যে হযরত গাউসুল আ'যমের শানে কটূক্তির কারণে হযরত রিফা'ঈর ক্রোধের শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পানাহ।

আল্লাহর ওলীগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি আল্লাহর ঘোষণা

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন, শরীয়তের বাহ্যিক বিধান মতে, হযরত গাউসুল আ'যমের মুহাব্বত ঈমানের রুকন (মূল ভিত্তি) নয়। অর্থাৎ তাঁর প্রতি মুহাব্বত না রাখলে ওই অবস্থায় শরীয়ত মতে তাকে কাফির বলা যাবে না।) এ মর্যাদা শুধুমাত্র নবীগণ আলাইহিস্সুস সালাম-এর জন্য খাস। [তাঁদের ভালবাসা ঈমানের মূল ভিত্তি। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরের নামান্তর।—অনুবাদক] কিন্তু আল্লাহর শপথ! আল্লাহর প্রিয় বান্দা ওলীদের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন।[২] আল্লাহর খাস বান্দা-ওলীদের অস্বীকৃতি, 'নস' বা শরীয়তের অস্বীকৃতির অশুভ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। শায়খ আবদুল কাদিরের অস্বীকৃতি 'কাদিরে মুতলাক' (মহান আল্লাহ)-এর অস্বীকৃতির দিকে কেন নিয়ে যাবে না।

بازاشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی　　دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا
شاخ پر بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے　　کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرا تیرا

[১] শাতনুফী, বাহজাতুল আসরার, পৃ. ২৩৮

[২] যেমন হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

– বুখারী, আস-সহীহ, কিতাব : الرقاق, অধ্যায় : التواضع, হাদীস : ৬৫০২

বেলায়ত আকাশের শুভ্র বাজপাখি (হযরত গাউসুল আযম)-এর অস্বীকারের দরুণ তোর ঈমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা তা ভালো করে দেখ।

তুমি তরীকতের সিলসিলায় দাখিল হয়ে হযরত গাউসুল আযমের আযমতের অস্বীকার করে তরীকতরূপী গাছের গোড়া কাটার চিন্তায় আছো? সুতরাং নিজেকে তার তরীকায় সম্পৃক্ত করে যেন লাঞ্ছিত হতে না হয় সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখো।[১]

اَلْعِيَاذُ بِاللهِ الْقَادِرِ رَبِّ الشَّيْخِ عَبْدُالْقَادِرِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَى جَدِّ الشَّيْخِ عَبْدُالْقَادِرِ ثُمَّ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدُالْقَادِرِ آمِيْنَ.

[১] রেযা খান, হাদায়িকে বখশিশ

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিশেষে আমরা মক্কা শরীফের দুই সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ আলেমের উক্তি এবং বর্ণনা উল্লেখ করবো, যাঁরা ওফাত বরণ করেছেন প্রায় তিনশ বছর পূর্বে ।

প্রথমজন হচ্ছেন, ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (৯০৯-৯৭৪ হি.) আর অপরজন হচ্ছেন, আল্লামা আলী কারী মক্কী হানাফী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (ওফাত : ১০১৪ হি./১৬০৬ খ্রি.)। যিনি মিশকাত শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাত' সহ অগণিত গ্রন্থের প্রণেতা। দু'টি কারণে এ মহান দুই ইমামের উক্তি ও আলোচনা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

এক. কারো অন্তরে যদি ওয়াসিতী ও কিরমানি'র মতো ধিকৃত ও অখ্যাত লোকের ন্যায় *বাহজাতুল আসরারের* মতো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের প্রতি বিদ্বেষভাব ও অস্বীকৃতি থেকেও থাকে, কিন্তু এ দু'মহান ইমামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, সকল আহলে ইলমের ঐক্যমতে তাঁরা উভয়েই যুগ শ্রেষ্ঠ ও আলিমগণের অন্যতম।

দুই. তাঁরা উভয়েই মক্কা-ই মুয়ায্যামার শীর্ষস্থানীয় আলিম এবং উভয়েই হযরত গাউসুল আ'যমের শান-মান বর্ণনা করেছেন। পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের আরব অধিবাসী হুযূর গাউসুল আ'যমের মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত বলে যারা উক্তি করেছে, তাদের এ অপবাদেরও যেন জবাব হয়। অথচ পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের ইতিহাসে রয়েছে এবং দু'পবিত্র স্থান যিয়ারত করা যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা সবাই জানেন যে, হুযূর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওসাল্লামের পর সর্বদা হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্মরণই তাঁরা বেশি করে থাকেন। তাঁর নাম যতবার নেন অন্য কারো নাম ততবার নেন না। এখানেও এ দু'মহান ইমামের উক্তি থেকে (কাদেরী সংখ্যা অনুপাতে) ১১ টি দলীল বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

এক.

হযরত গাউসুল আ'যম ও কুতুবিয়্যাতে কুবরা

আল্লামা আলী কারী হানাফী মক্কী (ওফাত ১০১৪ হি./১৬০৬ খ্রি.) তাঁর প্রণীত *নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী তারজুমাতি সায়্যিদিশ শরীফ আবদিল কাদির* গ্রন্থে বলেন,

لَقَدْ بَلَغَنِيْ عَنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ أَنَّ الْإِمَامَ الْحَسَنَ ابْنَ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا لَمَّا تَرَكَ الْخِلَافَةَ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْفِتْنَةِ وَالْآفَةِ عَوَّضَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْقُطْبِيَّةَ الْكُبْرَى فِيْهِ وَفِيْ نَسْلِهِ وَكَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْقُطْبُ الْأَكْبَرُ وَسَيِّدُنَا الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ هُوَ الْقُطْبُ الْأَوْسَطُ وَالْمَهْدِيُّ خَاتِمُ الْأَقْطَابِ.

'নিশ্চয় আকাবির ওলামা থেকে আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ফিত্না-ফ্যাসাদের কারণে যখন খিলাফতের দাবী ছেড়ে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এর পরিবর্তে তাঁর ও তাঁর পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে 'কুতুবিয়্যাতে কুবরা' (গাউসিয়াতে উযমা)-এর মর্যাদা দান করেছেন। প্রথম কুতুব হন সায়্যিদুনা ইমাম হাসান, মধ্যখানে শুধুমাত্র কুতুব হন হযরত আবদুল কাদির জীলানী আর সর্বশেষ কুতুব হবেন ইমাম মাহদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।'[১]

হযরত গাউসুল আ'যমের ব্যাপারে উল্লিখিত ইবারতে 'হাসর' (حصر) বিদ্যমান।

দুই.

ওই গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শায়খগণের মধ্যে একজন হলেন হযরত হাম্মাদ দাব্বাস। একদা তিনি হযরত গাউসুল আ'যমের অনুপস্থিতিতে বললেন,

إِنَّ هَذَا الْأَعْجَمِيَّ الشَّرِيْفَ قَدْ مَا يَكُوْنُ عَلَى رِقَابِ أَوْلِيَاءِ اللهِ بَصِيْرٌ مَأْمُوْرًا مِنْ عِنْدِ مَوْلَاهُ بِأَنْ يَّقُوْلَ قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ وَيَتَوَاضَعَ لَهُ جَمِيْعَ أَوْلِيَاءِ اللهِ فِيْ زَمَانِهِ وَيُعَظِّمُوْنَهُ لِظُهُوْرِ شَانِهِ.

'এ অনারব যুবক সায়্যিদজাদার কদম সমস্ত ওলীর গর্দানের ওপর হবে। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেবেন, তিনি যেন একথা বলেন, 'আমার এ

[১] মোল্লা আলী কারী, নুজহাতুল খাতির, পৃ. ৬

কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের ওপর।' তাঁর যুগের আল্লাহর সমস্ত ওলী তাঁর জন্য মাথা নত করবেন এবং তাঁর মর্যাদা প্রকাশের কারণে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন।[১]

হযরত গাউসুল আ'যম 'আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া'—এ ইবারত বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। আর 'যুগের সমস্ত ওলীর সম্মান প্রদর্শন করা'—এ ইবারতের মধ্যে নিশ্চয় হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও অন্তর্ভুক্ত আছেন।

তিন.

ওই গ্রন্থে হুযুর গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর' (قَدَمِيْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ)—এ উক্তি করা এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সমস্ত ওলী তাঁর জন্য গর্দান নত করা, তাঁর কদম মোবারক নিজেদের গর্দানসমূহের ওপর নেওয়া এবং একজন ওলী তা অস্বীকার করা, এ অস্বীকৃতির কারণে তার বেলায়াত লোপ পাওয়া ইত্যাদির বিবরণ দেওয়ার পর ইমাম আলী কারী বলেন,

وَهٰذَا تَنْبِيْهٌ بَيِّنَةٌ عَلٰى اَنَّهٗ قُطْبَ الْاَقْطَابِ وَالْغَوْثَ الْاَعْظَمِ.

'এ ঘটনা এ কথার স্পষ্ট দলীল যে, হযরত গাউসুল আ'যম সমস্ত কুতুবের কুতুব ও গাউসুল আ'যম।'[২]

চার.

হুযূর গাউসুল আ'যম এবং অপরাপর সৃষ্টির মধ্যে আসমান-যমীনের ব্যবধান বিদ্যমান

ওই গ্রন্থে ইমাম আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আরো বলেন, হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত নিয়ামত দান করেছেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি যেসব কালাম এরশাদ করেছেন, তন্মধ্যে একটি কালাম হচ্ছে,

بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ بُعْدٌ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَلَاتُقِيْسُوْنِيْ

[১] মোল্লা আলী কারী, নুজহাতুল খাতির, পৃ. ৮
[২] মোল্লা আলী কারী, নুজহাতুল খাতির, পৃ. ৯-১০

بِاَحَدٍ وَلَاتُقِيْسُوْا عَلَيَّ اَحَدًا.

'আমার এবং আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ওই পার্থক্য, যে পার্থক্য আসমান ও যমীনের মধ্যে রয়েছে। আমাকে কারো সাথে তুলনা করো না এবং আমার ওপর কাউকে তুলানা করো না।'

ইমাম আলী কারী উপরোক্ত কালামের ব্যাখ্যায় বলেন,

فَلَا يُقَاسُ الْمُلُوْكُ بِغَيْرِهِمْ وَهٰذَا كُلُّهٗ مِنْ فُتُوْحِ الْغَيْبِ الْمُبَرَّءُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ.

'বাদশাহগণকে তাঁদের প্রজাদের ওপর অনুমান করা হয় না। এ সবই অদৃশ্য জগতের ফুতূহাত, যা প্রতিটি ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পবিত্র।'

পাঁচ.

গাউসের সাথে বেয়াদবীর অশুভ পরিণতি

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে 'আসরূন তামীমী শাফি'ঈ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন যুবক তখন শিক্ষার্জনের জন্য বাগদাদে যাই। ওই সময় ইবনে সাকা মাদ্‌রাসা নিযামিয়া'য় আমাদের সাথে পড়তেন। আমরা ইবাদত-বন্দেগী করতাম ও পুণ্যাত্মা বান্দাদের সাক্ষাতে যেতাম। বাগদাদে একজন লোককে সবাই 'গাউস' বলে ডাকতো। তাঁর এ কারামত প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি যখন চাইতেন লোক সম্মুখে প্রকাশ পেতেন, যখন ইচ্ছে করতেন লোকের অন্তরাল হয়ে যেতেন। একদিন আমি, ইবনে সাকা ও হযরত আবদুল কাদির জীলানী (যখন তিনি যুবক ছিলেন) ওই গাউসের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাই। যাওয়ার পথে ইবনে সাকা বললো, আজ আমি তাঁকে এমন প্রশ্ন করবো, যার উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি বললাম, আমিও একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করবো, দেখি তিনি কি উত্তর দেন। হযরত আবদুল কাদির বললেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করা থেকে আল্লাহর পানাহ্ চাই। বরং আমি তাঁর বরকতময় দর্শন লাভের অপেক্ষায় থাকবো। যখন আমরা ওই গাউসের কাছে গিয়ে পৌঁছি তখন তাঁকে নিজ আসনে দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর দেখলাম তিনি ওই স্থানে বসে আছেন। ইবনে সাকার দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক ইবনে সাকা! তুমি আমাকে ওই মাসআলা জিজ্ঞেস করবে, যার উত্তর আমি দিতে পারবো না! তোমার মাসআলা এ-ই, আর তার জবাব এই। নিশ্চয় আমি তোমাকে কুফরের আগুনে জ্বলতে দেখছি।'

তারপর আমার প্রতি তাকালেন এবং বললেন, 'হে আবদুল্লাহ! তুমি আমার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে আর দেখবে আমি কি উত্তর দিই। তোমার মাসআলা এ-ই আর এই হলো তার জবাব। অবশ্যই তুমি দুনিয়ার প্রতি এমন আসক্ত হয়ে পড়বে যে, কানের লতি পর্যন্ত তাতে ডুবে থাকবে। এটা তোমার বেয়াদবীর পরিণতি।'

অতঃপর হযরত আবদুল কাদিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। তাঁকে খুব সম্মান করলেন আর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন,

يَا عَبْدَالْقَادِرِ لَقَدْ أَرْضَيْتَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ بِأَدَبِكَ كَأَنِّيْ أَرَاكَ بِبَغْدَادَ وَقَدْ صَعَدْتَّ عَلَى الْكُرْسِيِّ مُتَكَلِّمًا عَلَى الْمَلَا وَقُلْتَ قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ، وَكَأَنِّيْ أَرَى الْأَوْلِيَاءِ فِيْ وَقْتِكَ وَقَدْ حَنَوْا رِقَبَهُمْ إِجْلَالًا لَكَ.

ওহে আবদুল কাদির! নিশ্চয় আপনি স্বীয় শিষ্টাচারের কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওসাল্লামকে সন্তুষ্ট করেছেন। আমি ওই শুভক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, আপনি বাগদাদের এক সমাবেশে চেয়ারের ওপর বসে ওয়াজ করছেন আর বলছেন, 'আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর।' আর ওই সময়কার সমস্ত ওলী আপনার সম্মানার্থে স্ব-স্ব গর্দানসমূহ নত করেছেন।

ওই গাউস এ কথা বলে আমাদের দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে যান। আর আমরা তাকে দেখতে পেলাম না। বর্ণনাকারী বললেন, হযরত আবদুল কাদির জীলানী রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যধন্য হওয়া প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দরবারে বিশেষ ও সাধারণ সকল স্তরের লোকের সমাগম হয়েছে আর তিনি বলেছেন, 'আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গ্রীবাদেশে।' ওই যুগের সমস্ত ওলী তাঁর এ মর্যাদা স্বীকার করেছেন।

আর ইবনে সাকা এক খ্রিস্টান বাদশার রূপসী কণ্যার প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ওই মহিলা তার এ প্রস্তাব এ বলে অস্বীকার করলো, যদি তুমি খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ কর তাহলে বিবেচনা করা যেতে পারে। পরিশেষে ইবনে সাকা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করলো। আল্লাহ তা'আলার পানাহ।

অতঃপর আমি দামেস্কে গেলাম। সেখানে সুলতান নূরুদ্দীন শহীদ আমাকে আওকাফের মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এতে আমার দুনিয়ার আসক্তি পেয়ে

বসলো। আমাদের ব্যাপারে ওই গাউসের বাণী সত্যে পরিণত হলো।'[১]

ওই যুগের ওলীদের মধ্যে হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈও রয়েছেন। এ বরকতময় রেওয়ায়েত (বর্ণনা) *বাহজাতুল আসরারে* দু'সনদে বর্ণিত আছে। উপরিউক্ত বর্ণনা তন্মধ্যে একটি। আল্লামা আলী কারী তাঁর এ গ্রন্থে ৪০টি রেওয়ায়েত ও অনেক উক্তি বর্ণনা করেছেন। সবই 'বাহজাতুল আসরার' থেকে গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে যুগে যুগে আকাবির আলিমগণ সর্বদা এই বরকতময় কিতাবের হাদীসমূহ থেকে বর্ণনা করে আস্ছেন। কিন্তু বঞ্চিতগণ সর্বদা বঞ্চিতই রইলো।

ছয়.

লাওহে মাহফূয হযরত গাউসুল আযমের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান

নুযহাতুল খাতির গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু বলেছেন,

وَعِزَّةُ رَبِّيْ أَنَّ السُّعَدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ يَعْرِضُوْنَ عَلَيَّ وَإِنَّ بُؤْبُؤَ عَيْنِيْ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ أَنَا حُجَّةُ اللهِ عَلَيْكُمْ جَمِيْعُكُمْ أَنَا نَائِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَارِثُهُ فِي الْأَرْضِ وَيَقُوْلُ : اَلْإِنْسُ لَهُمْ مَشَائِخُ وَالْجِنُّ لَهُمْ مَشَائِخُ وَالْمَلَائِكَةُ لَهُمْ مَشَائِخُ وَأَنَا شَيْخُ الْكُلِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَنَفَعَنَا بِهِ.

'আমার রবের ইয্যতের শপথ! নিশ্চয় ভাগ্যবান ও হতভাগা সকলকে আমার কাছে উপনীত করা হয়। নিশ্চয় আমার চোখের মণি লাওহ-ই মাহফূযের ওপর রয়েছে। আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর দলীল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র না'ইব বা প্রতিনিধি এবং পৃথিবীতে তাঁর উত্তরাধীকারী। এবং তিনি আরো বলতেন, মানবজাতি, জ্বীনজাতি ও ফিরিশতাদের পীর রয়েছে, আর আমি হলাম সকলেরই পীর (শায়খুল কুল)।'[২]

আল্লামা আলী কারী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোক। তাঁর বরকতে যেনো আমরাও ওই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি।

[১] মোল্লা আলী কারী, নুজহাতুল খাতির (উর্দু সংস্করণ), পৃ. ৮০-৮৩
[২] মোল্লা আলী কারী, নুজহাতুল খাতর (উর্দু সংস্করণ), পৃ. ৩২

সাত.

উপরিউক্ত গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اَلشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ بَحْرُ الشَّرِيْعَةِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَبَحْرُالْحَقِيْقَةِ عَنْ يَسَارِهِ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ اغْتَرَفَ، اَلسَّيِّدُ عَبْدُالْقَادِرِ لَاثَانِيَ لَهُ فِيْ عَصْرِنَا هٰذَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

'হযরত আবদুল কাদির এমন এক মহান ব্যক্তি, যার ডান হাতে আছে শরীয়তের সমুদ্র আর বাম হাতে আছে হাকীকতের সমুদ্র। যার ইচ্ছা সে তা হতে আঁজল ভরে পানি নিতে পারে। আমাদের এ যুগে হযরত আবদুল কাদির অদ্বিতীয়। (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোক!)।'[১]

আট.

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফি'ঈ (ওফাত : ৯৭৪ হি.) তাঁর *ফত্ওয়ায়ে হাদীসীয়্যাহ* গ্রন্থে বলেন, 'কখনো ওলীগণকে নিজ প্রশংসা উচ্চস্বরে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের মকাম সম্পর্কে যারা অনবহিত তারা সতর্ক হয় অথবা আল্লাহর নিয়ামতের চর্চা করে এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যেমনটি হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর এক বক্তৃতার মজলিসে বলেছিলেন, 'আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর।' তখনই দুনিয়ার সমস্ত ওলী তা কবূল করে নেন। একদল আলিমের বর্ণনা মতে, এমনকি জীনজাতির ওলীগণও তা কবূল করে নেন। তাঁরা সকলে নিজ নিজ মাথা ঝুঁকিয়ে দেন। সাথে সাথে গাউসুল আ'যমের সমীপে ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁর এরশাদ মেনে নেন। কিন্তু ইস্পাহানের এক ওলী অস্বীকার করলে সাথে সাথে তার 'হাল' (বেলায়াত) বিলুপ্ত হয়ে যায়।'[২]

নয়.

যুগের প্রখ্যাত ওলীগণের হযরত গাউসুল আ'যমের উক্তি মেনে নেওয়া

[১] মোল্লা আলী কারী, নুজহাতুল খাতির (উর্দু সংস্করণ), পৃ. ৯৫

[২] ইবনে হাজর মক্কী, আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া, পৃ. ৪১৪, কদীমী কুতুবখানা, করাচি

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফি'ঈ আরও বলেন, হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র এরশাদের ওপর যারা যারা স্ব-স্ব গর্দান ঝুঁকান তাঁদের মধ্যে একজন হলেন– (সোহ্রাওয়ার্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা) হযরত আবদুল কাহির আবূন নুজাইব সোহ্রাওয়ার্দি। তিনি স্বীয় গর্দান ঝুঁকালেন এবং বললেন, 'আপনার পদযুগল আমার মাথার ওপর, আমার মাথার ওপর।' তাঁদের মধ্যে আরেকজন হলেন, হযরত সায়্যিদ আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি স্বীয় গর্দান নত করলেন এবং বললেন, 'এ ছোট আহমদও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের গর্দানের ওপর হুযূরের পদযুগল রয়েছে।' তাঁর এ উক্তি করা এবং গর্দান নত করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন 'এ-ই সময় পবিত্র বাগদাদে হযরত গাউসুল আ'যম এরশাদ করছেন, 'আমার এ পদযুগল আল্লাহর সকল ওলীর গীবাদেশে।' তাই আমিও গর্দান ঝুঁকালাম। আর আরয করলাম, 'এ ছোট আহমদও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।' তাঁদের মধ্যে আরেকজন হলেন, হযরত আবূ মাদ্ইয়ান শু'আয়ব মাগরিবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি মাথা ঝুঁকালেন এবং বললেন, 'আমিও তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।' হে আল্লাহ! তোমাকে ও তোমার ফিরিশ্তাদেরকে সাক্ষী রেখে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি ওই এরশাদ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। তেমনিভাবে শায়খ আবদুর রহীম কুনাভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও স্বীয় গর্দান নত করলেন এবং বললেন- 'সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী সত্য বলেছেন'।'[১]

দশ.

হযরত গাউসুল আ'যম সম্পর্কে ওলীগণের ভবিষ্যতবাণী

ওই গ্রন্থকার আরো বলেন, ওই সব ওলীয়ে কিরাম, যাঁদের নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাঁরাসহ অনেক আরিফ বলেছেন, হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের পক্ষ থেকে এমনটি বলেন নি বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'কুতুবিয়্যাত-ই কুব্রা' প্রকাশ করার জন্য তাঁকে তা বলার জন্য হুকুম করেছেন। তাই কোন ওলীর জন্য নিজের গর্দান ঝুঁকানো এবং তাঁর পদযুগল নিজের গর্দানের ওপর নেওয়া ছাড়া কোন সুযোগ ছিলো না। এমনকি পূর্বে অনেক সম্মানিত ওলী থেকে নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রে (সনদে) বর্ণিত আছে যে, তাঁরা হযরত গাউসুল আ'যম'র শুভজন্মের প্রায় ১০০বছর পূর্বে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, 'অতিসত্বর অনারব বিশ্বে একজন মহান ওলী জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি একথা বলবেন যে, 'আমার এ পদযুগল আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর।'—একথা

[১] ইবনে হাজর মক্কী, আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া, পৃ. ৪১৪, কদীমী কুতুবখানা, করাচি

বলার পর ওই যুগের সমস্ত ওলী তাঁর কদমের নীচে মাথা নত করবেন এবং তাঁর কদমের ছায়ায় আশ্রয় নেবেন।'[১]

এগার.

এই গ্রন্থে আরো লিখেছেন, আবূ সাইদ ইবনে আবূ আসরূন, যিনি স্বীয় যুগের শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম ছিলেন, বলেন, আমি বাগদাদ শরীফে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য গিয়েছিলাম। ইবনে সাকা ও আমি মাদ্‌রাসা নিযামিয়ায় একত্রে লেখাপড়া করতাম। এই সময় বাগদাদের একজন ওলী 'গাউস' নাম খ্যাত ছিলেন। (এ পুরো ঘটনা ৫নং বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে) ওই গাউসও হযরত আবদুল কাদির জীলানী সম্পর্কে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তিনি (হযরত আবদুল কাদির) মিম্বরে দাঁড়িয়ে এক সমাবেশে বলবেন, 'আমার এ পদযুগল আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর।' আর ওই যুগের সমস্ত ওলী তাঁর পবিত্র কদমের সম্মানার্থে নিজ নিজ গর্দান ঝুঁকাবেন।' পরবর্তীতে এ ভবিষ্যৎবাণী সংঘঠিত হওয়া, গাউসুল আ'যম কর্তৃক এরশাদ করা এবং সমস্ত ওলীর এ বলে মেনে নেওয়া-'হুযূরের কদম আমরা সকলের গর্দানের ওপর' সবই সত্যে পরিণত হয়। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর ইমাম ইবনে হাজর বলেন,

وَهٰذِهِ الْحِكَايَةُ الَّتِيْ كَادَتْ أَنْ تَتَوَاتَرَ فِي الْمَعْنَي لِكَثْرَةِ نَاقِلِيْهَا وَعَدَالَتِهِمْ.

'সব ঘটনা, বর্ণনাকারীর আধিক্য এবং তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা এর কারণে 'তাওয়াতুর' এর সমমর্যাদায় উত্তীর্ণ।'[২]

ইবনে সাকার অশুভ পরিণতি ও তার কারণ

ফতওয়ায়ে হাদীসীয়্যাহর মধ্যে ইবনে সাকার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে এ-ও

[১] ইবনে হাজর মক্কী, আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া, পৃ. ৪১৪

উল্লেখ্য যে, হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল কাদির জিলানী যখন এ এরশাদ করেছিলেন, তখন সুলতানুল হিন্দ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.) খোরাসানের পাহাড়ের গুহায় আধ্যাত্মিক সাধনায়রত এক যুবক ছিলেন। তিনি হযরত গাউসুল আ'যমের এ ঘোষণা শুনা মাত্রই বললেন, ওহে গাউসুল আ'যম! গর্দান কেন, আমি আপনার বরকতময় কদমকে আমার মাথা ও চোখের উপর রাখলাম। হযরত গাউসুল আ'যম যখন কাশফের মাধ্যমে এ কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি ওলীগণের ঐ সমাবেশে এরশাদ করলেন, 'গিয়াস উদ্দীনের ছেলে মুঈনুদ্দীন গর্দান ঝুঁকানোর মধ্যে সমস্ত ওলীর উপর অগ্রগমণ করেছেন। এ অঙ্গীকার ও আদবের কারণে তিনি আল্লাহ ও রসূলের প্রিয়ভাজন হয়েছেন আর ভারত বর্ষের বিলায়তের বাগডোর তাঁর করায়ত্বে প্রদান করা হবে।[আবদুল কাদির আরবুলী : তাফরীহুল খাতির, পৃ. ২০] – অনুবাদক

[২] ইবনে হাজর মক্কী, আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া, পৃ. ৪১৫

বর্ণিত আছে যে, ওই বদ্‌বখত (ইবনে সাকা) যে বড় বিজ্ঞ আলিম, শরীয়তের ইলমে তাঁর যুগের অধিকাংশ আলিম থেকে শ্রেষ্ঠ, কুরআনের হাফিয, তর্কশাস্ত্রে এমন বিজ্ঞ যে, সে যার সাথে তর্কে লিপ্ত হতো তাকে পরাজিত করে ছাড়তো এমন ব্যক্তি গাউসুল আ'যমের সাথে বেয়াদবী করার কারণে খ্রীস্টান হয়ে যায়, খ্রীস্টান বাদশা তো তাকে তার মেয়ে বিয়ে দিয়েছে কিন্তু যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তাকে বাজারে নিক্ষেপ করা হয়। সে বাজারের অলি-গলিতে ভিক্ষা করে বেড়াতো কিন্তু কেউ ভিক্ষা দিতো না। একদিন সে তার এক পরিচিত লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওই লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তো কুরআনের হাফিয ছিলে, এখন কুরআনে করীম থেকে কিছু স্মরণ আছে কি? সে বললো, সব বিস্মৃতি হয়ে গেছে। শুধু এ-ই আয়াতটি স্মরণ আছে, তা-হচ্ছে

رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

'যারা কুফর গ্রহণ করেছে তারা কতই না আশা পোষণ করবে যে, কোনভাবে যদি তারা মুসলমান হতো।'[১]

ইমাম ইবনে আবূ আসরূন বলেন, 'একদিন আমি তাকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তার সমস্ত শরীর আগুনে ঝলসে গেছে। সে মৃত্যু শয্যায় ছিলো। আমি তাকে কিবলার দিকে ফিরালাম। সে পূর্ব দিকে ফিরে গেলো। পুনরায় আমি তাকে কিবলার দিকে ফিরালাম। এবারও সে পূর্ব দিকে ফিরে গেলো। এভাবে আমি যতবার তাকে কিবলার দিকে ফিরালাম ততবার সে পূর্ব দিকে ফিরে যেতো। আর পূর্ব দিকে ফিরেই সে মৃত্যুবরণ করে। সে সর্বদা ওই গাউসের ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করতো এবং সে একথা জানতো যে, ওই গাউসের সাথে বেয়াদবীর কারণেই তার এ দশা।[২] (আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি)

যদি এ প্রশ্ন করা হয় যে, পুনরায় সে ইসলাম গ্রহণ করেনি কেন? কালিমা পড়ে নেওয়া কি তার জন্য অসুবিধা ছিলো?

আমি বলবো, এ প্রশ্নের উত্তর কুরআনুল করীমে এভাবে উল্লেখ আছে,

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

'তোমরা কি চাও, যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইবেন না, যিনি সমস্ত জাহানের মালিক।'[৩]

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:২

[২] ইবনে হাজর মক্কী, আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া, পৃ. ৪১৫

[৩] আল-কুরআন, সূরা আত-তাকবীর, ৮১:২৯

অপর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে,

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

'কিছুই নয় বরং তাদের মন্দকর্মগুলোই তাদের অন্তরকরণে মরিচা ধরেছে।'[১]

আরো এরশাদ হচ্ছে,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

(এ মন্দ পরিণাম) এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফর করেছে। সুতরাং তাদের অন্তরে মোহর অঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন তারা কিছুই বুঝছেনা।[২]

[এ অশুভ পরিণতি থেকে মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করছি]।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাজর মক্কী বলেন,

فِيهَا أَبْلَغُ زَجْرٍ وَآكَدُ رَدْعٍ عَنِ الْإِنْكَارِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى خَوْفًا مِنْ أَنْ يَقَعَ الْمُنْكِرُ فِيهَا وَقَعَ فِيهِ ابْنُ السَّقَا مِنْ تِلْكَ الْفِتْنَةِ الْمُهْلِكَةِ الْأَبَدِيَّةِ الَّتِي لَا أَفْظَعَ مِنْهَا وَلَا أَعْظَمَ مِنْهَا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ وَنَسْأَلُهُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَحَبِيبِهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ أَنْ يُؤْمِنَنَا مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَمِحْنَةٍ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَفِيهَا أَيْضًا أَتَمُّ حِثٍّ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ وَالْأَدَبُ مَعَهُمْ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِمْ مَا أَمْكَنَ.

'এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আউলিয়ায়ে কিরামকে অস্বীকার করা কঠোরভাবে নিষেধ। কারণ, তাঁদের অস্বীকারকারীর ইবনে সাকার মতো ধ্বংসাত্মক ফিত্‌নায় নিপতিত হওয়ার ভয় রয়েছে। যে ধ্বংস হচ্ছে স্থায়ী,

[১] আল-কুরআন, সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩:১৪
[২] আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩:৩

যার চেয়ে নিকৃষ্ট কোন মন্দকর্ম নেই। ওই প্রকার অশুভ পরিণতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। আমরা আল্লাহ তা'আলা থেকে তাঁর দয়া এবং তাঁর প্রিয় হাবীব রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় প্রার্থনা করছি যে, আমাদেরকে তাঁর স্বীয় দয়া ও বদ্যানতায় এই অশুভ পরিণতি ও প্রত্যেক ফিত্‌না থেকে নিরাপত্তা দান করুন। অনুরূপভাবে এ ঘটনায় এ শিক্ষাও রয়েছে যে, আল্লাহর সম্মানিত ওলীগণের সাথে সদাচরণ ও আদব বজায় রাখি এবং যতোদুর সম্ভব তাঁদের প্রতি সুধারণা পোষণ করি।'[১]

দরবার-ই কাদেরীয়ার নগণ্য খাদিম (ইমাম আহমদ রেযা হানাফী) আশা করে যে, উপরিউক্ত বর্ণনা ভাগ্যবান ও ন্যায়বানদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মুসলমান ভাইদেরকে সত্যের অনুসরণ ও আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি আদব বজায় রাখার তাওফিক দিন। ইবনে সাকা এবং ওই ব্যক্তির অশুভ পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন, যে নিজ ইচ্ছায় হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সমীপে ভালবাসা প্রদর্শন করলো, কিন্তু হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ'র অসন্তুষ্টির শিকার হলো এবং হযরত গাউসুল আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণে অশুভ পরিণতির ভাগী হলো। (আল্লাহ তা'আলার পানাহ!)

ওহে মুসলিম ভ্রাতা! ভালবাসার দাবি হচ্ছে অনুসরণ ও সত্য স্বীকার করা আর সত্যকে অস্বীকার করা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা নয়। যে ব্যক্তি হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈর সত্যিকার আশিক, সে তাঁর বাণীকে মাথা পেতে নেবে। তিনি যে দরবারকে সবচেয়ে মহান বলেছেন এবং যাঁর পবিত্র কদমকে আপন মাথার ওপর নিয়েছেন সেও তাঁকে মহান ও উত্তম বলে জানবে।

মুহাদ্দিস আবদুর রায্‌যাক একজন শিয়া মতালম্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে হযরত মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে উত্তম বলতো। এ প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেসা করা হলে জবাবে বলতো,

كَفَى بِي إِزْرَاءً أَنْ أُحِبَّ عَلِيًّا، ثُمَّ أُخَالِفُ.

'আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী স্বয়ং হযরত আবু বকর ও হযরত উমরকে নিজের থেকে উত্তম বলেছেন। আমার কাছে এটা বড় গুনাহ যে, আমি

[১] ইবনে হাজর মক্কী, আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া, পৃ. ৪১৪

হযরত আলীর প্রতি ভালবাসার দাবী করবো এবং সে সাথে তাঁর বিরুদ্ধাচারণও করবো।'[১]

নিজ প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে কোন ওলীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা এবং সে সাথে অন্য ওলীর প্রতি বিরুদ্ধাচারণ ও বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করা প্রকৃত পক্ষে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করারই নামান্তর। আল্লাহ তা'আলার পানাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয় মাহবূব বান্দাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার তাওফিক দিন, তাঁদের ভালবাসার ওপর ওফাত দান করুন এবং তাঁদের দলে পুনরুত্থানের তাওফিক দিন। আমীন! আমীন!! আমীন!!!

آمِيْنَ بِجَاهِهِمْ عِنْدَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَابْنِهِ وَحِزْبِهِ أَجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ ذَرَّةَ أَلْفِ أَلْفِ مَرَّةٍ فِيْ كُلِّ آنٍ وَحِيْنٍ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِيْنَ، آمِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

[১] যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/৬১২, দারুল মা'রিফা, বৈরুত

পরিশিষ্ট[১]

অভিযোগ

হযরত গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

قَدَمِيْ هٰذِهِ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ.

'আমার এ কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর।'

এ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি বলেছে, এ উক্তি শুধু তাঁর বরকতময় যুগের ওলীগণের সাথে নির্দিষ্ট করা জরুরি। সুতরাং এ মহান উক্তির অর্থ হচ্ছে, আমার জাহেরী যুগের প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর আমার কদম রয়েছে।

উপরোক্ত ইরশাদকে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকল ওলীর জন্য আমভাবে প্রযোজ্য করা জায়েয নেই। অর্থাৎ এ অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয় যে, আমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ওলীর গর্দানের ওপর আমার কদম রয়েছে। কারণ, পূর্ববর্তীদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম রয়েছেন। আর উম্মতের সকল ওলীর ওপর তাঁদের (সাহাবাদের) মর্যাদা যেমন স্বীকৃত বিষয়, তেমনি সকল ওলীর ওপর তাদেরকে উত্তম বলে জানা ও মানার বিষয়টিও অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর পরবর্তীদের মধ্যে আছেন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম। যাঁর শুভাগমনের সংবাদ স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং তাঁকে খলীফাতুল্লাহ (আল্লাহর খলীফা) উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছেন। এ হচ্ছে ওই জনৈক অভিযোগকারীর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। (অতএব এ সম্পর্কে সঠিক ফয়সালা জানিয়ে আমাদেরকে ধন্য করবেন।)

উত্তর

আল্লাহ তা'আলার তাওফীকক্রমে বলছি, যে সব ইমাম ও মুজতাহিদের ঐক্যমতের ওপর শরীয়তের অকাট্য ঐক্যমত (إجماع قطعي) প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁরা সকলে এ মাসআলায় একমত পোষণ করেন যে,

[১] আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক লিখিত এ বক্তব্যটি মাহনামায়ে আ'লা হযরত (বেরেলী, ভারত, সম্পাদক : মাওলানা সুবহান রেযা সুবহানী মিয়া), জুমাদাল উলা ১৪৩০ হি./মে ২০০৯ খ্রি. সংখ্যা থেকে সংকলিত।

১. যে কোনো বাক্য বা উক্তির তার প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাই ওয়াজিব, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই উক্তি তার প্রকাশ্য অর্থ থেকে অন্য অর্থের দিকে ধাবিত হওয়ার কোনো দলীল পাওয়া যাবে না।

২. বিনা দলীলে কোনো সুস্পষ্ট অর্থবোধক বাক্যের ব্যাখ্যা করা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তা করা হয় তবে শরীয়তের দলীল এবং ব্যাপক অর্থের ধারক সকল উক্তির গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। কারণ, বিনা দলীলে যেমন শরীয়তের প্রতিটি নস (দলীলের) ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি আম (ব্যাপক অর্থবোধক)-কে খাস (বিশেষ অর্থবোধক) করাও সম্ভব।

৩. যে আম (عـام)-কে প্রয়োজনবশত খাস (خـاص) করা হবে তাও প্রয়োজন পরিমাণের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করা হলে তা হবে সীমালঙ্ঘন ও নিছক বাড়াবাড়ির নামান্তর।

৪. আকলী (বিবেকপ্রসূত) ও উরফী (প্রচলিত) খাসসমূহ এবং ওই নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ/বাক্য, যা বোধির মধ্যে সুরক্ষিত (অর্থাৎ যার অর্থ সবার জানা) যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবিক পক্ষে ওইগুলোর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়বে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই সব খাসের পর্যায়ে পড়বে না। (অর্থাৎ তার প্রকাশ্য অর্থের ওপরই বহাল থাকবে। তা ব্যাখ্যা করে বিশেষ অর্থের দিকে ধাবিত করার প্রয়োজন নেই।

العام الغير المخصوص (সম্পূর্ণ ব্যাপক) – এমন عـام (ব্যাপক অর্থবোধক) যা হতে কোনো একক (فرد)-কে নির্দিষ্ট (خـاص) করা হয় না, তা দলীল হিসেবে অকাট্য (قطعي) হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে العام المخصوص (আংশিক নির্দিষ্টকৃত) এমন عـام যা হতে কতিপয় একক (فـرد)-কে খাস করা হয়, তা দলীল হিসেবে ধারণাপ্রসূত (ظـني) হয়ে থাকে। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে العام الغـير المخـصوص (সম্পূর্ণ ব্যাপক)-কে العـام المخـصوص (আংশিক নির্দিষ্টকৃত)-এর ধাবিত করে অকাট্য দলীলের স্তর থেকে ধারণাপ্রসূত (ظني) দলীলের স্তরে নিয়ে যাওয়া কখনো যুক্তিযুক্ত নয়।

উপরোক্ত সকল বর্ণনা উসুলের কিতাবে সুদৃঢ় দলীল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, যখন (নবীগণের) উম্মতের মধ্যে এক উম্মত অপর উম্মত অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কথা বলা হবে, তখন

সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালামকে নির্দিষ্ট করা ছাড়াই নির্দিষ্ট করা হবে। সুতরাং কোনো উম্মত অন্য উম্মত থেকে উত্তম হবার অর্থ হচ্ছে ওই উম্মত অন্য সব উম্মত থেকে উত্তম। এ অর্থ নয় যে, ওই উম্মতের সম্মানিত নবীগণ থেকেও উত্তম।

অনুরূপভাবে যখন আল্লাহর ওলীগণের পারস্পরিক মর্যাদা ও পার্থক্যের বর্ণনা করা হবে, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাতে অন্তর্ভুক্ত হবেন না। সুতরাং কোনো ওলীর উত্তম হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তিনি অন্যসব ওলী থেকে উত্তম। এ অর্থ নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম থেকেও উত্তম। (অথচ প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরাম এক একজন আল্লাহর ওলী বরং ওলীগণের সরদার।)। কারণ প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের আকীদা হচ্ছে, উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তাঁদের পরবর্তী কাউকে তাঁদের ওপর অনুমান করা যাবে না। শুধু তা নয়, সাহাবায়ে কেরামের পর প্রথম সারির তাবিয়ীগণও তাঁদের পরবর্তী উম্মতের চেয়ে উত্তম। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার (জাহেরী) যুগের লোকেরা, তারপর ওই সব লোক যারা তাদের যুগের সাথে সম্পৃক্ত, তারপর তারা যারা তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত।'[১]

এ প্রসঙ্গে শায়খে মুহাক্কিক আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী যে উক্তি করেছেন, তাতে সকল অভিযোগের খণ্ডন রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বরকতসমূহের ফয়েয দ্বারা বরকতময় করুন এবং তাঁর ইলম দ্বারা উভয় জগতে উপকার প্রদান করুন। তিনি লিখেছেন,

'প্রচলিত অর্থে আওলিয়া-আল্লাহ, তেমনিভাবে ওয়াসীলীন, সালিকীন ও মাশায়িখ শব্দগুলো সাহাবা ও তাবিয়ীগণ ব্যতীত অপরাপর বুযুর্গদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। আমরা প্রায় শুনে থাকি যে, সাহাবা, তাবেয়ী, আওলিয়ায়ে উম্মত ও উলামায়ে উম্মতের মাযহাব (অভিমত) এটা বা ওটা। অথচ সাহাবা ও তাবিয়ীগণ স্বয়ং আলিম ও ওলীগণের সরদার। (তা সত্ত্বেও সাহাবা ও তাবিয়ীগণকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়।)'

উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে যখন প্রচলিত অর্থে আউলিয়া শব্দটি সাহাবা ও তাবিয়ীগণের ওপর প্রযোজ্য হয় না, তখন (হুযুর গাউসুল আযমের উক্তি) 'আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর আমার কদম'–এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের

[১] বুখারী, আস-সহীহ, باب لاَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ . الشهادات, ৯/৪০১, হাদীস : ২৬৫১

কথা উল্লেখ করে হুযুর গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইরশাদের অর্থের ব্যাপকতাকে বাদ দেওয়ার ইচ্ছা একপ্রকার খামখেয়ালিপনা ছাড়া কিছু নয়।

এখন কথা হচ্ছে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমি বলছি আর আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন।

১. কাউকে অন্য কারো ওপর মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি শ্রুত দলীল (কুরআন-হাদীস ইত্যাদি) এবং নির্ভরযোগ্য নসের (দলীল) ওপর নির্ভরশীল। তাতে বিবেক-বুদ্ধির কোনো দখল নেই। কেননা উত্তম ও মর্যাদাবান হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য অর্জনের বিশেষত্বের ওপর নির্ভরশীল। আর বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা তা অনুভব-অনুধাবন করা অসম্ভব, যতক্ষণ কোনো শ্রুত দলীলের সাহায্য গ্রহণ করা হবে না।

হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম হযরত গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির থেকে উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রতিষ্ঠিত দলীল নেই। কেউ দলীল আছে মর্মে দাবি করে থাকলে তার উচিৎ দলীল পেশ করা। আর যখন দলীল নেই, তবে উত্তম হওয়ার বিষয়ও প্রমাণিত নয়।

২. আর যদি বলা হয় যে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের শুভাগমন সম্পর্কে শুভসংবাদ দিয়েছেন। তবে আমি বলবো হযরত গাউসুল আযম সম্পর্কেও এ প্রকার শুভ সংবাদ রয়েছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী মুরতাযা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ফাতিমা বতুলে যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা উভয়কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন,

أَخْرَجَ مِنْكُمَا كَثِيْرًا طَيِّبًا.

'তোমরা দু'জন থেকে অনেক পুতঃপবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।'

৩. হয়তো অভিযোগকারীর কথার অর্থ হচ্ছে এ যে, প্রিয়নবী হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের নাম ও জীবনবৃত্তান্তের বিবরণ বিশেষ ও বিশদভাবে সুসংবাদ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাপারে এ প্রকার সবিস্তারে সুসংবাদ নেই। এর উত্তরে আমি বলবো, বিশদ সুসংবাদ, সুসংবাদকৃত ব্যক্তিকে অন্যের ওপর উত্তম বলাকে অপরিহার্য করে না। পূর্বের আসমানি কিতাবসমূহে হযরত

ওমর ইবনে আবদুল আযিয রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যান্য ফযীলত ও মানাকিব বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর খিলাফতেরও সুসংবাদ ছিলো। যেমন– হযরত কা'ব আহবার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, কিন্তু এ বিশদ সুসংবাদের ভিত্তিতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ওই সব হাজারো মুহাজির-আনসার সাহাবীর ওপর উত্তম বলা যাবে না, যাদের নাম-নিশানাও পূর্বের কোনো আসমানী কিতাবে কোথাও বর্ণিত হয়নি।

৪. আর যদি বলা হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম খলীফাতুল্লাহ (আল্লাহর খলীফা) হবেন (তাই তিনি শ্রেষ্ঠ)। এর উত্তরে আমরা বলবো আমরাও তাঁর খলীফাতুল্লাহ (আল্লাহর খলীফা) হওয়াকে স্বীকার করি ও মেনে থাকি। কিন্তু তাঁর এ খিলাফতে ইলাহিয়া অনেক মধ্যস্ততার মাধ্যমে হবে। সরাসরি হবে না। কারণ নবী-রাসূলগণ আলাইহিস সালাম ব্যতীত কারো মধ্যস্ততা ছাড়া সরাসরি আল্লাহর খলীফা হওয়ার মহান গৌরবের অধিকারী হওয়া অসম্ভব। নবী-রাসূলগণ সরাসরি আল্লাহর খলীফা। তাঁরা ব্যতীত অন্যান্যরা তাঁদেরই খলীফা হয়ে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মহান খলীফা হলেন সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তাঁর জাহেরী-বাতেনী খলীফাগণ হচ্ছেন হযরত আবু বকর, তারপর হযরত ওমর, তারপর হযরত উসমান, তারপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

আর হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম যে খলীফা হবেন তা প্রকৃত পক্ষে হযরত আলী মরতুযা রাদিয়াল্লাহু আনহুরই খলীফা হবেন। বরং সাহাবায়ে কেরামের পরিভাষা দ্বারা জানা যায় যে, খলীফাতুর রাসূল শুধু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকেই বলা হয়। যখন হযরত ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের আসন অলঙ্কৃত করলেন তখন সাহাবাগণ তাঁকে 'খলীফাতু খলীফাতির রাসূল' (রাসূলের খলীফার খলীফা) বলে সম্বোধন করতে চাইলো। কিন্তু হযরত ফারুকে আযম এ দীর্ঘসূত্রিতা এ বলে অপছন্দ করলেন যে, আমাকে 'খলীফাতু খলীফাতির রাসূল' বলতে থাকলে এভাবে আমার পরবর্তী খলীফাদের জন্য সম্বন্ধের পরম্পরা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। তাই তিনি নিজের জন্য আমিরুল মু'মিনীন উপাধি ব্যবহারের প্রচলন করলেন। সংক্ষেপ কথা হচ্ছে যে, হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে যে খিলাফতে ইলাহিয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সরাসরি নয় বরং তা অন্যের মধ্যস্ততায়। আর এ মধ্যস্ততা অর্থে হযরত

গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহিরও খিলাফত অর্জিত হয়েছে, যা কারো অজনা নয়।

৫. আর যদি বলা হয়, হযরত গাউসুল আযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এ খিলাফত তো হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সাব্যস্ত। তারপর হযরত ইমাম মাহদীর হুকুমতই প্রতিষ্ঠা হবে।

এটার উত্তরে আমি বলবো, বিলায়তের এ মনসব (পদ) এভাবেই তো চলে আসছে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত সিদ্দীক আকবর পর্যন্ত, হযরত সিদ্দীক আকবর থেকে হযরত ফারুকে আযম, তাঁর থেকে হযরত ওসমান, তাঁর থেকে হযরত আলী মরতুযা, তাঁর থেকে ইমাম হাসান, তাঁর থেকে হযরত হুসাইন পর্যন্ত। তারপর হযরত যয়নুল আবেদীন থেকে পর্যায়ক্রমে হযরত হাসান আসকরী পর্যন্ত। হযরত ইমাম হাসান আসকরী থেকে হযরত গাউসুল আযম বিলায়তের এ পদ লাভ করেন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)।

যদি খিলাফত হস্তান্তরের বিষয়টি হস্তান্তরকৃতের (অর্থাৎ যার প্রতি হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে) উত্তম সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হয়, তবে ভেবে দেখুন, তা কোথায় থেকে কোথায় গিয়ে পড়ে। মুর্খতা এক আশ্চর্য বিপদ। অভিযোগকারী খিলাফত ও নিয়াবত এভাবে হস্তান্তর হওয়াকে এ অর্থ ধরে নিয়েছে যে, খিলাফত হস্তান্তর দ্বারা একজন থেকে খিলাফত চলে যাবে এবং তাকে পদচ্যুত করা হবে। তারপর অন্যজনের প্রতি এ খিলাফত পরিবর্তিত হবে। ফলে সে এ ধারণা করে বসেছে যে, নিশ্চয় পরবর্তী খলীফা পদচ্যুত খলীফা থেকে উত্তম। লা-হাওলা ওয়া লা-কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আযীম। আর যখন খিলাফতের ব্যাপারে এ প্রকার ধারণা অমূলক, তবে উত্তম হওয়া কোথায় ঠেকলো?

ফকীর (লেখক) এটা বলছি না যে, হযরত গাউসুল আযম থেকে হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের মর্যাদা কম হওয়া নিরেট সত্য। বরং আমি এটা বলছি এবং সুস্পষ্টভাবে বলছি যে, হযরত গাউসুল আযমের ওপর হযরত ইমাম মাহদীর মর্যাদা বেশি হওয়া অজ্ঞাত। সুতরাং তাঁর নামের দোহাই দিয়ে হুযুর গাউসুল আযমের উপরোক্ত উক্তি 'আমার কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর'-এর ব্যাপক অর্থকে নির্দিষ্ট (خاص) করে কেন অভিযোগ দাঁড় করা হবে?

সুতরাং আলোচনার সারসংক্ষেপ ও শেষ কথা হচ্ছে যে, হযরত গাউসুল আযমের উপরোক্ত উক্তি আংশিক নির্দিষ্টকৃত (عام مخصوص منه البعض) পর্যায়ের। অর্থাৎ এমন আম (ব্যাপক অর্থবোধ) যার থেকে কিছু একক (فرد)-কে খাস (নির্দিষ্ট)

করা হয়েছে। সুতরাং এ উক্তির আওতায় ওই সব একককে খাস (নির্দিষ্ট) করা হবে, যাদের নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। এছাড়া অন্যান্যদের ব্যাপারে এ মহান উক্তি স্বীয় ব্যাপক অর্থের ওপরই বহাল থাকবে। এটাই প্রসিদ্ধ উসূল বা নীতিমালা। মামুলি বিশেষ ফযীলতের ওপর ভর করে নিজের পক্ষ থেকে এক বিরাট নির্দিষ্ট করে নেয়া অনুচিৎ, যার সমর্থনে কোনো দলীল নেই। অতএব সঠিক অভিমত হচ্ছে, উক্ত কালামের তার বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করুন এবং ব্যাপক অর্থের ওপরই বহাল রাখুন। হা, যদি নির্দিষ্ট (خاص) করতে হয়, তা যেন কোনো দলীল দ্বারা খাস (নির্দিষ্ট) করা হয়।

وَالْعِلْمُ بِالصَّوَابِ عِنْدَ الْمَلِكِ الْجَلِيْلِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. كَتَبَهُ عَبْدُهُ الْمُذْنِبُ أَحْمَدُ رِضَا عُفِيَ عَنْهُ بِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِ بِسْتَمْ مَاهِ رَمْضَانُ الْمُبَارَكِ لَيْلَةَ السَّبْتِ ١٣٠٢ هـ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالتَّحِيَّةُ، آمِيْنُ.

প্রমাণপঞ্জি

[অনূদিত পুস্তক ও ভূমিকায় ব্যবহৃত গ্রন্থতালিকা]

১. আল-কুরআন আল-করীম

২. শাতনূফী : আলী ইবনে ইউসুফ শাতনূফী, বাহজাতুল আসরার ওয়া মা'দানুল আনওয়ার, মোস্তাফা আলবাবী, মিসর

৩. আরবুলী : আবদুল কাদির মুহীউদ্দীন আরবুলী, তাফরীহুল খাতির ফী মানাকিব আশ-শায়খ আবদিল কাদির

৪. মোল্লা আলী কারী : মোল্লা আলী কারী (ওফাত : ১০১৪/১৬০৬ খ্রি.), নুযহাতুল খাতির আল-ফাতির ফী তারজুমাতি সাইয়্যিদ আশ-শরীফ আবদিল কাদির

৫. মোল্লা আলী কারী : মোল্লা আলী কারী (ওফাত : ১০১৪/১৬০৬ খ্রি.), মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ

৬. দেহলভী : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (৯৫৮ হি./১৫৫১ খ্রি.-১০৫২ হি./১৬৪২ খ্রি.), যুবদাতুল আসার

৭. দেহলভী : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (৯৫৮ হি./১৫৫১ খ্রি.-১০৫২ হি./১৬৪২ খ্রি.), সালাতুল আসরার

৮. দেহলভী : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (৯৫৮ হি./১৫৫১ খ্রি.-১০৫২ হি./১৬৪২ খ্রি.), আল-মুকাদ্দামাতু লি-মিশকাতিল মাসাবীহ

৯. রেযা খান : ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী, আল-ফাতাওয়া আর-রাযভিয়া (কদীম), রেযা একাডেমী, ভারত, ১৯৯৪

১০. রেযা খান : ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী, হাদায়িকে বখশিশ, রেযা একাডেমী, ভারত

১১. চিশতী : আবদুর রহমান চিশতী (১০০৫-১০৯৪ হি.) মিরাতুল আসরার (উর্দু সংস্করণ), দিল্লী, আদবী দুনিয়া, মাটি মহল

১২. আমিমুল ইহসান : মুফতি আমিমুল ইহসান মুজাদ্দেদী, মিযানুল আখবার, ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরি

১৩. ইবনে খাল্লিকান : ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান বি-আবনায়ি আবনায়িয যামান (প্রথম সংস্করণ; ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), দারু ইয়াইয়াহয়িত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, লেবনান ও দারুস সাকাফা, বৈরুত, লেবনান

১৪. ইবনে হাজর : ইবনে হাজর মাক্কী শাফেয়ী (৯০৯ হি./১৫০৩ খ্রি.-৯৯৭ হি./১৫৬৪ খ্রি.), আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া, কদীমী কুতুবখানা, করাচি

১৫. পানিপতি : কাযী সানাউল্লাহ পানিপতি (ওফাত : ১২২৫ হি.), তাফসীরে মাযহারী, বেলুবিস্তান বুক ডিপো, কোয়েটা, পাকিস্তান

১৬. খতীব তবরীযী : ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ (ওফাত : ৭৪২ হি.), মিশকাতুল মাসাবীহ

১৭. সুয়ুতী : ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (৯১১ হি./১৪৪৫ খ্রি.-৮৪৯ হি./১৫০৫ খ্রি.), হুসনুল মুহাদিরা ফী আখবারি মিসর ওয়া কাহিরা

১৮. সুয়ুতী : ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (৯১১ হি./১৪৪৫ খ্রি.-৮৪৯ হি./১৫০৫ খ্রি.) তানবীরুল হালাক বি-রুয়াতিন নাবী ওয়াল মালাক

১৯. নাবহানী : ইউসুফ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইউসুফ নাবহানী (১২৬৫-১৩৫০ হি.), জামিউ কারামাতিল আউলিয়া (উর্দু সংস্করণ),

ভারত, মারকযে আহলে সুন্নাত বরকাতে রেযা

২০. ইবনুল আরবী : ইমাম মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (ওফাত : ৬৩৮ হি.), **আল-ফুতুহাত আল-মাক্কীয়া** (একাদশ খণ্ড), আল-মজলিসু আ'লালিস সাকাফা, কায়রো

২১. ইবনুল আরবী : ইমাম মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (ওফাত : ৬৩৮ হি.), **ফুসুসুল হিকম**

২২. আলফে সানী : শায়খ আহমদ সরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (৯৭১-১০৩৪ হি.), **মাকতুবাত শরীফ** (বাংলা সংস্করণ; তৃতীয় খণ্ড), আফতাবিয়া খানকা শরীফ, ঢাকা

২৩. মুস্তাফা রেযা খান : আল-মালফুয (প্রকাশ : **মলফুযাতে আ'লা হযরত**; ১৯৯৫), কাদেরী কিতাব ঘর ইউপি, ভরত

২৪. যাহাবী : ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **তাবকাতুল মুকরিয়ীন**

২৫. যাহাবী : ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), **মিযানুল ই'তিদাল**

২৬. মাসউদ দেহলভী : মুফতি শাহ মাসউদ মুহাদ্দিসে দেহলভী, **ফাতাওয়ায়ে মাসউদিয়া**, এদারায়ে মাসুদিয়া, করাচি, পাকিস্তান

২৭. গাযালী : আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী, **ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবনান

সনজরী পাবলিকেশন্স প্রকাশিত বইসমূহ

সনজরী পাবলিকেশন